রাঁচি, শুক্রবার
02:06:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>228 >>18 Joystha 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২২৮ >> << ১৮ই, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০>>

লেবানন-সিরিয়া সীমান্তে বিস্ফোরণে ৫ ফিলিস্তিনি জঙ্গি নিহত

লেবানন ঃ দ্য পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন জঙ্গি গোষ্ঠী জানিয়েছে, বুধবার লেবানন-সিরিয়া সীমান্তের কাছে একটি বিস্ফোরণে তাদের ৫ জন সদস্য নিহত ও ১০ জন আহত হয়েছে। গোষ্ঠীটি জানিয়েছে, কুসায়া শহরে এই বিস্ফোরণ ঘটেছে । এই ঘটনায় ইসরাইলি বিমান হামলাকে দায়ী করা হয়েছে। এক ইসরাইলি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ইসরাইলের সামরিক বাহিনী এতে জড়িত নয়। পিএফএলপি গত ৫০ বছরে ইসরাইলের বিরুদ্ধে অসংখ্য হামলা চালিয়েছে, যার মধ্যে বিমান ছিনতাই ও বোমা হামলাও রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এই গোষ্ঠীটিকে বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

বাজার দর

SENSEX : 62428.54 -193.70
NIFTY : 18487.74 -46.65

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
39.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .31 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .02 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

রকেট উৎক্ষেপণ ব্যর্থ হওয়ার পর উত্তর কোরিয়ার স্যাটেলাইট সাগরে গিয়ে পড়েছে

পিয়ংইয়ং ঃ বুধবার উত্তর কোরিয়ার একটি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং বুস্টার এবং পেলোড সমুদ্রে ডুবে যায়। উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম একথা জানায়। দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী বলেছে, তারা এর কিছু অংশ উদ্ধার করেছে। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা কেসিএনএ জানিয়েছে, ইঞ্জিন ও জ্বালানি ব্যবস্থায় ত্রুটির কারণে নতুন চোল্লিমা-১ স্যাটেলাইটের উৎক্ষেপণ ব্যর্থ হয়েছে। বুধবার দক্ষিণ কোরিয়ার জয়েন চিফস অফ স্টাফ বলেছেন, মহাকাশ উৎক্ষেপণ যানের অংশ উদ্ধার করতে সেনাবাহিনী উদ্ধার পরিচালনা করছে। জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মকর্তারা ফোনে উত্তর কোরিয়ার উৎক্ষেপণের কঠোর নিন্দা করেছে। উত্তর কোরিয়া বলেছিল, তারা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কার্যকলাপের ওপর নজরদারি বাড়াতে ৩১মে থেকে ১১ জুনের মধ্যে তাদের প্রথম সামরিক নজরদারি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করবে। গত সপ্তাহে দক্ষিণ কোরিয়া প্রথমবারের মতো নিজেদের নকশা করা এবং নির্মিত একটি রকেটের মাধ্যমে কক্ষপথে উপগ্রহ স্থাপন করেছে এবং মঙ্গলবার ক্রু রোটেশনের অংশ হিসেবে চীন মহাকাশ স্টেশনে তিনজন নভোচারী পাঠিয়েছে। কেসিএনএ প্রতিবেদন করেছে, রকেটটি দ্বিতীয় পর্যায়ের ইঞ্জিনের অস্বাভাবিক স্টার্টের কারণে থ্রাস্ট হারানোর পরে সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। এটি উত্তর কোরিয়ার প্রযুক্তিগত ব্যর্থতার ব্যতিক্রমী অকপট স্বীকারোক্তি। কেসিএনএ বলেছে, পিয়ংইয়ং-এর ন্যাশনাল এরোস্পেস ডেভেলপমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এনএডিএ) গুরুতর ত্রুটিগুলোর তদন্ত করবে এবং যত দ্রুত সম্ভব দ্বিতীয় উৎক্ষেপণ পরিচালনা করার আগে সেগুলো কাটিয়ে উঠতে ব্যবস্থা নেবে।

কুস্তিগিরদের সমর্থনে কৃষক সমাবেশ, চুপ ক্রিকেটাররা

কলকাতা ঃ আন্দোলনরত কুস্তিগিরদের সমর্থনে বিশাল সমাবেশ কৃষক নেতাদের। পাঁচ রাজ্যের কৃষকরা থাকবেন সেখানে।

উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরে এই সমাবেশ ডেকেছে নরেশ টিকায়েতের ভারতীয় কিষান ইউনিয়ন। হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লির সব খাপ পঞ্চায়েত সেখানে প্রতিনিধি পাঠাবে বলে টিকায়েতের দাবি। এই সমাবেশেই তারা কুস্তিগিরদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। দিল্লির যন্তরমন্তরে দীর্ঘদিন ধরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস ও জাতীয় স্তরে পদকপ্রাপ্ত কুস্তিগিররা। তাদের দাবি, কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি ব্রিজবূষণ শরণ সিং মেয়ে কুস্তিগিরদের যৌন নিগ্রহ করেছেন। পুলিশের অভিযোগ, কমিটি গঠন হয়েছে। কিন্তু ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।
ব্রিজভূষণ হলেন উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সাংসদ এবং বাহুবলী নেতা হিসাবে পরিচিত। উত্তরপ্রদেশের গোটা তিনেক লোকসভা আসনে তার প্রভাব রয়েছে। এহেন সাংসদের বিরুদ্ধে কুস্তিগিররা বিক্ষোভ দেখিয়ে সুবিধা করতে পারেননি। বরং তাদের পুলিশি হেনস্থার মুখে পড়তে হয়েছে। ক্ষুব্ধ হয়ে তারা হরিদ্বারের গঙ্গায় মেডেল বিসর্জন দিতে গেছিলেন। সেখানে নরেশ টিকায়েত তাদের বোঝান ও পাঁচদিন সময় চেয়ে নেন।

তারপরই নরেশ এই সমাবেশ ডেকেছেন, যেখানে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে কথা হবে। কুস্তিগিরদের এই বিক্ষোভকে সমর্থন করেছেন ভারতের ফুটবল অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী এবং অন্য ফুটবলাররা। সাবেক ফুটবলার মেহতাব হোসেন, অ্যালভিটো ডি কুনহা, দীপেন্দু বিশ্বাসরাও কুস্তিগিরদের সমর্থন করে বিবৃতি দিয়েছেন। কিন্তু ভারতে সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ক্রিকেট। কিন্তু বর্তমান কোনো ক্রিকেটার কুস্তিগিরদের সমর্থনে একটা কথাও বলেননি। সাবেক অধিনায়ক ও বোর্ডের সাবেক প্রধান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, কুস্তিগিরদের নিজেদের লড়াই তাদেরই লড়তে হবে।

আফগানিস্তান থেকে মেধা পাচার বন্ধের আহ্বান জানালো তালিবান

কাবুল ঃ তালিবান পশ্চিমা দেশগুলোকে শিক্ষিত ও দক্ষ আফগানদের বিদেশে সরিয়ে নেওয়া ও পুনর্বাসন বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে বলেছে এর ফলে দেশের ক্ষতি হচ্ছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিতে উন্নত নিরাপত্তা নিয়ে গর্ব করে তালিবান নেতারা বলছেন, পূর্ববর্তী আফগান সরকারের হয়ে যারা কাজ করেছেন তারা সহ সব আফগান বাড়িতে নিরাপদে আছেন। তারা এখানে অবাধে বসবাস ও কাজ করতে পারবেন। তালিবানের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি মঙ্গলবার বলেন, তাদের জীবন এখানে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, এই ধারণায় আফগানদের জন্য (অভিবাসন) মামলা খোলা উচিত নয় । বিশ্বের এই বার্তাও শোনা উচিত। তিনি আরও বলেন, তাদের আফগানিস্তানের প্রতিভা, বৈজ্ঞানিক ক্যাডার এবং আফগানিস্তানের গর্বকে আঘাত করা উচিত নয়। সেই সাথে তাদের এই দেশ থেকে বের করে নেওয়াও উচিত হবে না। তালিবান নিপীড়নের ভয়ে গত দুই বছরে,হাজার হাজার আফগান, যাদের বেশিরভাগই শিক্ষিত এবং পূর্ববর্তী যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত সরকারের অধীনে কাজ করেছিলেন, তারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। জাতিসংঘ ও অন্যান্য মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো তালিবানের বিরুদ্ধে, সাবেক আফগান নিরাপত্তা কর্মীদের কিছু সদস্যকে বিচারবহির্ভূত আটক, নির্যাতন ও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অভিযোগ এনেছে, তালিবান সেসব অভিযোগ অস্বীকার করে। ২০২১ সালের আগস্টে তালিবান ক্ষমতা দখলের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ দেড় লাখেরও বেশি আফগান শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে। গত সপ্তাহে তালিবানের তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী খায়রুল্লাহ খাইরখোয়া অভিযোগ করেন, কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষকরা অভিবাসনের আবেদনের জন্য বিদেশ থেকে আমন্ত্রণ পাচ্ছেন। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধেকেরও বেশি প্রভাষক, প্রায় ৪০০ ব্যক্তি মূলত নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ, তালিবানের বিধিনিষেধ এবং অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসুবিধার কারণে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে গেছেন বলে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় এই মন্তব্য করা হয়।

জার্মানিতে আবার রেল ধর্মঘটের হুমকি

বার্লিন ঃ তাদের বেতন বাড়ানোর দাবি মানা হয়নি। তাই জার্মানিতে আবার রেল ধর্মঘটের হুমকি রেল ও পরিবহন ইউনিয়নের। ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার রেল কর্তৃপক্ষ তাদের বেতন বাড়ানোর দাবি খারিজ করে দিয়েছে। তাই খুব তাড়াতাড়ি তারা আবার ধর্মঘট ডাকতে চলেছেন। তবে কবে এই ধর্মঘট হবে, তা ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জানানো হয়নি। ইউনিয়নের এক শীর্ষ কর্তা জানিয়েছেন, আমরা বিষয়টি নিয়ে ইউনিয়নের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করব। এতদিন পর্যন্ত ইউনিয়ন যে ঝটিতি ধর্মঘট করেছে, তাকে বলা হচ্ছে ওয়ার্নিং স্ট্রাইক। এবার বড়সড় ধর্মঘটের জন্য সদস্যদের কাছ থেকে অনুমতি চাওয়া হবে।

ইউক্রেন যুদ্ধের পর থেকে জার্মানিতে জিনিসের দাম বেড়েছে। বিশেষ করে বিদ্যুতের মাসুল অনেকটা বেড়ে গেছে। এই আর্থিক চাপের মুখে পড়ে এক লাখ ৮০ হাজার রেলকর্মী বেতন বাড়ানোর দাবি করছেন। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ তাদের সব দাবি খারিজ করে দিয়েছে। ইউনিয়নের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, রেল কর্তৃপক্ষ তাদের অভিমত থেকে এক মিলিমিটারও সরতে রাজি নয়। এই অবস্থায় ধর্মঘটে যাওয়া ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো রাস্তা নেই।

আলোচনার রাস্তা থেকে সরে আসার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ ও ইউনিয়ন দুই তরফের কড়া সমালোচনা করেছে যাত্রী সংগঠন। তারা চান, দুই পক্ষের মধ্যে একটা সমঝোতা হোক। না হলে পুরো বোঝাটা শেষ পর্যন্ত যাত্রীদের উপরই এসে পড়বে। ধর্মঘট হলে যাত্রীরাই সবচেয়ে অসুবিধায় পড়বেন।

গরমের ছুটি

এমন গরম আবারো পড়বে, সেজন্য শিক্ষাকে অবহেলা করা ঠিক হবে না

স্কুলে ফের গরমের ছুটি বাড়ায় বিতর্ক

কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের স্কুলে গরমের ছুটি আর এক দফা বাড়ল। স্কুল খুলবে ১৫ জুন। একাধিক শিক্ষক সংগঠন বাড়তি ছুটি বাতিলের দাবি জানিয়েছে।

জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি রাজ্যে তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখী। তাপপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে জেলায় জেলায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে স্কুলে গ্রীষ্মাবকাশ আরো বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, ১৪ই জুন পর্যন্ত গরমের ছুটি চলবে।
অথচ ঠিক একদিন আগেই, অর্থাৎ মঙ্গলবার রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর স্কুল খোলার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। তাতে বলা হয়, ছুটির ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৫ জুন উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল খুলবে। প্রাথমিক স্কুল খুলবে ৭ জুন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় স্কুলের ছুটি বেড়ে গেল দিন দশেক।
একদিনের ব্যবধানে এই দু’রকম ঘোষণায় রাজ্য সরকার ও শিক্ষা দপ্তরের সমন্বয় নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। শিক্ষক সংগঠনগুলির বক্তব্য, গরমের পরিস্থিতি গত কয়েকদিন একই রকম আছে। তা হলে কেন হঠাৎ ছুটি বাড়িয়ে দেওয়া হল? শিক্ষা দপ্তর কি নবান্নের অনুমোদন ছাড়াই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল?
চলতি বছরে মাত্রাতিরিক্ত গরম পড়ায় এপ্রিল থেকে মাঝে মাঝে স্কুল বন্ধ থেকেছে। ১৭ এপ্রিল থেকে এক সপ্তাহ স্কুল ছুটি ছিল। তার পর মে মাসের নির্ধারিত গরমের ছুটি এগিয়ে আসে ২২ দিন। ২ মে শুরু হয়ে যায় গ্রীষ্মাবকাশ। পুরো মে মাস বন্ধ ছিল স্কুল। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী আরো দুই সপ্তাহ স্কুলে পঠনপাঠন বন্ধ থাকবে।
সরকার ছাত্রদের স্বাস্থ্যের দিকটি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। এই গরমে যাতে তারা অসুস্থ হয়ে না পড়ে সেজন্য স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত। চিকিৎসকেরা শিশুদের সাবধানে রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু স্কুল না খোলায় পড়াশোনার ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। এই দীর্ঘ সময় স্কুল বন্ধ থাকায় নির্দিষ্ট সিলেবাস শেষ করা সম্ভব হবে না বলেই আশঙ্কা শিক্ষকদের একাংশের।
এই ঘাটতি পূরণে শিক্ষকদের বাড়তি ক্লাস নেয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাতে এতদিনের ঘাটতি মেটানো যাবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ থেকে গিয়েছে। বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হান্ডা বলেন, স্কুলে প্রথম পর্বের মূল্যায়ন ঠিকমতো হয়নি। দ্বিতীয় পর্বের পড়াশোনা করানো যাচ্ছে না। এর ফলে শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের দিকে চলেছে। অভিভাবকরা প্রশ্ন করছেন, কবে স্কুল খুলবে। আমাদের কাছে এর জবাব নেই।
২ মে থেকে গরমের ছুটি পড়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভার আযোজন করেছিল এই সমিতি। ছুটি ফের বাড়ায় আগামিকাল, শুক্রবার আবার বিক্ষোভ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন শিক্ষকরা। একই দাবিতে পথে নেমেছিল মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি। তাদের বক্তব্য, গরমের অজুহাতে স্কুল বন্ধ রাখা যাবে না। প্রযোজনে সকালের দিকে প্রাথমিক স্তরের পড়ুয়াদের স্কুলে আনতে হবে। বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় ছেলেমেয়েরা মিড ডে মিল থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। এর ফলে তাদের পুষ্টিতে ঘাটতির আশঙ্কা রয়েছে।
রাজ্য সরকার বিভিন্ন বেসরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছে, তারাও যেন ১৪ জুন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখে। যদিও এই স্কুলগুলি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, সরকারি স্কুলে পঠনপাঠন এভাবে ব্যাহত হলে কি স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়বে না? আরো রমরমা হবে না বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের?
আনন্দ হান্ডার বক্তব্য, ৮ হাজার ২০৭টি স্কুল ছাত্রছাত্রীর অভাবে বন্ধ হতে চলেছে। এ বছরই বন্ধ হতো, আগামী বছর হবেই। সরকারি স্কুলে পড়াশোনা না হলে ছেলেমেয়েরা আসবে কেন? আস্তে আস্তে আরো বেশি স্কুল ছাত্রশূন্য হয়ে পড়বে। ধীরে ধীরে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা মুছে যাবে।
শিক্ষক সমাজের একাংশ অবশ্য এর মধ্যে ‘বেসরকারিকরণের চক্রান্ত’ দেখছেন না। তাদের মতে, স্কুলের ছুটির বিষয়টি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে সমন্বয়ের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে পরিবেশ, স্বাস্থ্য দপ্তর ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে হবে। নইলে পড়ুয়াদের একটা বড় অংশ পিছিয়ে পড়বে যারা মূলত স্কুলের পঠনপাঠনের উপর নির্ভরশীল।
রাজ্যের সিদ্ধান্তের সঙ্গে রাজনীতিকে জুড়ে দেখছেন শিক্ষাবিদ ড. পবিত্র সরকার। তিনি বলেন, এটা এক ধরনের জনতোষিণী নীতি। পঞ্চায়েত ভোট আসছে, তাই রাজ্য সরকার মানুষকে খুশি করার চেষ্টা করছে। এই গরমে যাতে কারো কষ্ট না হয়! কিন্তু এমন গরম আবারো পড়বে, সেজন্য শিক্ষাকে অবহেলা করা ঠিক হবে না।
কোভিড অতিমারির জেরে মাসের পর মাস স্কুল বন্ধ ছিল। এতে স্কুলছুটের সংখ্যা বেড়েছে। আরো নির্ভরতা বেড়েছে অনলাইন পঠনপাঠনে। গজিয়ে উঠেছে একাধিক বড় পুঁজির মোবাইল নির্ভর টিউটোরিয়াল সংস্থা। এখানে গ্রাহক হয়ে স্কুলের মতো পড়াশোনা করা যায়।
কিন্তু দরিদ্র ও শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে থাকা পরিবারের ছেলেমেয়েরা কি এ সবের সুযোগ নিতে পারবে? নাকি আরো বাড়বে ডিজিটাল বিভাজন? সরকারি স্কুলে গরমের ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি এই প্রশ্নও তুলে দিয়েছে।

টেন্ডার হয়েও থমকে আছে সেতু নির্মাণের কাজ, রাস্তা সংস্কার হয়নি দীর্ঘ সময়, এভাবেই চলে গৌরীহাট, পাতকাটা সহ আশপাশে বসবাসকারী আমজনতার জীবনযাত্রা

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গৌরী হাট, একদিকে যেমন জলপাইগুড়ির প্রাচীন হাট গুলোর অন্যতম, এর পাশাপাশি এই অঞ্চলে অবস্থিত বেশ কয়েকটি স্কুলের ছাত্র ছাত্রী থেকে সাধারন মানুষের যাতায়াত এই গৌরী হাট দিয়েই। অথচ এই অঞ্চলের সঙ্গে অন্যান্য গ্রামের যোগাযোগের একমাত্র সেতুটিও যেমন জরাজীর্ণ ঠিক তেমনই চলাচলের রাস্তার অবস্থা। সদর ব্লকের অধীন

অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য এবং গৌরী হাট উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক সঞ্জীত কর্মকার এই প্রসঙ্গে বলেন সেতুর কাজ জমি জোটে আটকে ছিলো, খুব শীঘ্রই এই সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করে দেবে জেলা পরিষদ। যদিও ভগ্ন সেতু এবং হাড় জিরজিরে রাস্তার দ্রুত সংস্কারের আসা রাখেন ডাঙ্গা পাড়ায় যুবক সৈকত ঝাঁ।

তবে রাস্তা সংস্কার করা নিয়ে এলাকার এক শ্রেণির দালাল দের যোগসাজশ দেখছেন এলাকার বিজেপি নেতা অখিল রায়, তিনি বলেন এখন টি এম সির জমানা বেশি বললে লাঠির বাড়ি খেতে হবে, তবে এই পথ দিয়ে ডাঙ্গাপাড়া,পাদ্রিকুঠি, রংধামালী, অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন গৌরীহাট সহ বেলাকোবা, বারোপটিয়া, পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কিছু এলাকা সহ বহু অঞ্চলের মানুষের যাতায়াত।

অপরদিকে পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, প্রধান হেমব্রম বলেন, জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে টেন্ডার আহ্বান করে কাজ শুরু হয়েছিলো, তবে হয়তো অর্থের যোগান কমে যাওয়ায় মাঝ পথে কাজ থেমে যায় সেতু নির্মাণের।

ছাত্রবৃত্তি কেলেঙ্কারিতে আরও তিনজনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে

কোডারমা (সন্দীপ মুখার্জী)

ঃকোডারমায় সংখ্যালঘু ছাত্রবৃত্তি দেওয়ার নামে কেলেঙ্কারির ঘটনায় ব্যবস্থা নিয়ে মঙ্গলবার আরও তিন আসামিকে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ। তথ্য অনুযায়ী, মুনাজির হুসেন, নওশাদ আলম ও মো আলী, কে কারাগারে পাঠানো হয়। কল্যাণ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কেরানি মবিন আনসারি

এবং কম্পিউটার অপারেটর মো. হায়দারের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু ছাত্রদের জন্য ভারত সরকার প্রদত্ত প্রায় ১.৫ কোটি টাকা বৃত্তি আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে।এই ব্যাপারে জেলা কল্যাণ আধিকারিক নীলি সরোজ কুজুর কোডারমা থানায় ২৭৫২২ নম্বর মামলা দায়ের করেছেন। অন্যদিকে ১০টি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছাড়াও জেলা কল্যাণ দফতরের অবসরপ্রাপ্ত কেরানি মো মবিন, কেরানি প্রমোদ কুমার মুন্ডা ও কম্পিউটার অপারেটর মো হায়দারসহ এক ডজনেরও বেশি জনকে আসামি করেছে কল্যাণ বিভাগ। ক্লার্ক মবিন আনসারি এবং কম্পিউটার অপারেটর মো হায়দার, প্রমোদ মুন্ডাকে ইতিমধ্যেই কারাগারে পাঠানো হয়েছে। সূত্র অনুযায়ী, আরও চারজনকে কোডারমা থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কোডারমায় ১৪৩৩ জন সংখ্যালঘু ছাত্রের নামে প্রায় ১.৫ কোটি টাকা আত্মসাতের অনিয়মের বিষয়ে জেলা প্রশাসক আদিত্য রঞ্জন এর আদেশ অনুসারে, পুরো বিষয়টি অতিরিক্ত কালেক্টর অনিল তিরকি, তৎকালীন এসডিও মনীশ কুমার এবং অন্যান্যরা তদন্ত করেছিলেন। তদন্তে জানা যায়, সংখ্যালঘু ছাত্রবৃত্তির নামে প্রাপ্ত অর্থ ভুয়া স্কুল ও ভুয়া শিক্ষার্থীদের নামে আত্মসাৎ করা হয়েছে। অপরদিকে কোডারমা থানার ভারপ্রাপ্ত থানা ইনচার্জ দ্বারকা রাম জানান, বৃত্তি কেলেঙ্কারির ঘটনায় আরও তিন আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে, অবসরপ্রাপ্ত কেরানি মো মবিন, কেরানি প্রমোদ কুমার মুন্ডা ও কম্পিউটার অপারেটর মো হায়দারকে ইতিমধ্যেই কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অন্য আসামিদেরও দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে বলে জানান পুলিশ কর্মকর্তা।

ফালাকাটায় ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৯০০ মিটার সিমেন্ট কংক্রিট রাস্তার নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার কলেজ ডাঙায় যাওয়ার রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়েছিল। রাস্তাটির পিচের প্রলেপ উঠে গিয়ে এমন খানাখন্দ তৈরি হয়েছিল যে, তা যাতায়াতের একেবারেই অযোগ্য হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক আনুকুল্যে ২৮ লক্ষ টাকাটা ব্যয়ে ৯০০ মিটার সিমেন্ট কংক্রিট রাস্তা তৈরির শুভ সুচনা করা হ'ল সোমবার থেকে।ফালাকাটা পুরসভার তত্বাবধানে ওই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে একমাস। সঠিক গতিতে কাজ এগোলে ওই রাস্তা ফের এক মাসের মধ্যেই চলাচলের উপযোগী হয়ে উঠবে বলে আশাবাদী ফালাকাটা পুরসভা কর্তৃপক্ষ।

আলিপুরদুয়ার শহরের ভাঙ্গাপুলে শ্রীশ্রী রাম দরবার মন্দিরের দ্বারোদঘাটন

আলিপুরদুয়ার ঃ ২৫ হাজার লাড্ডুও ১০ কুইন্ট্যাল আটার পুরি থাকছে প্রসাদে।রাজস্থান থেকে আনা হয়েছে শ্বেত পাথরের মূর্তি।আলিপুরদুয়ার শহরে রাম,সীতা,লক্ষন ও হনুমানের পুজোয় রাজকীয় আয়োজন।আজ রাতে থাকছে বাউল শিল্পীর গানের আসর।১০ কুইন্ট্যাল আটায় তৈরি পুরি,আলু ও কাবলিঝীলার সবজি থাকবে ভক্তদের প্রসাদে।

এমনই মহাভোজের আয়োজনের মাধ্যমে আলিপুরদুয়ার শহরের ভাঙ্গাপুলে শ্রীশ্রী রাম দরবার মন্দিরের দ্বারোদঘাটন হল।সোমবার ই এই পুজো শুরু হল।এই মন্দির প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে ব্যাবসায়ী মহলে ব্যাপক উদ্দীপনা শুরু হয়েছে।

আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়কের উদ্যোগে ২টি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক এবং এস জে ডি এ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার পেল দুটি অ্যাম্বুলেন্স। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রেরণায় সৌরভ চক্রবর্তী উদ্যোগে রাজ্যসভার সাংসদ সুব্রত বকশির কোটায় দুটো অ্যাম্বুলেন্স আলিপুরদুয়ার কে দেওয়া হলো। এদিন এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই দুটি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হল উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলাশাসক ,আলিপুরদুয়ার পুলিশ সুপার সহ বিশিষ্টজনেরা ।

বনসহায়ক নিয়োগ ঘোষণা পর চাকরি নিয়ে অনিশ্চিতায় বক্সা বাঘ্র প্রকল্পের বনসহায়করা

আলিপুরদুয়ারঃ নতুন করে বনসহায়ক নিয়োগ ঘোষণা পর চাকরি নিয়ে অনিশ্চিতায় বক্সা বাঘ্র প্রকল্পের বনসহায়করা। এই নিয়ে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল রেঞ্জে একজোট হয়ে মিটিং করল তাঁরা । তাঁদের অভিযোগ, আদালত বন সহায়কের প্যানেল বাতিল করেছে কিন্তু যারা দুর্নীতি করেছে তাঁদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হোক । আগের প্যালেন বাতিল করে নতুন করে দুই হাজার বনসহায়ক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে বন দপ্তরের তরফে । এই অবস্থায় আমাদের কি হবে পরিবার রয়েছে কি করব আমরা। এছাড়াও আরও অভিযোগ সরকারী বনদপ্তরের আধিকারিকরা তাঁদের নতুন করে পরীক্ষা বসার কথা বলছেন । ধোঁয়াশা মধ্যে রয়েছে বলে অভিযোগ তাঁদের । গোটা বিষয়টি নিয়ে তাঁরা বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর সাথে দেখা করবেন এবং প্রয়োজনে আদালতের দারস্থ হবেন তাঁরা সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন ।

আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের অধীনে বিধাননগরে জাতীয় সড়ক ৩১ অবরোধ করা হয়েছে

শিলিগুড়ি ঃ আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযান পক্ষ থেকে ১২ ঘন্টা বন্ধের ডাক দিয়েছিল আজ দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শিলিগুড়ির বিধাননগরে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বাংলা বন্ধ সফল করতে রাস্তায় নেমেছেন তারা এদিন সকাল ৬ঃ০০ টা থেকে সন্ধে ছটা বন্ধের ডাক দিয়েছেন কিন্তু দুপুর বারোটায় তারা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন অন্যদিকে অবগতিকর ঘটনায় রাতে ফাঁসি দেওয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল এই দিন ৩১ নাম্বার জাতীয় সড়কের উপস্থিত ছিলেন পুলিশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা থাকে দার্জিলিং জেলার কমিটির পক্ষ থেকে রেনুকা মাডি জানান যেভাবে আদিবাসীদের উপর দিনের পর দিন প্রচার করা হচ্ছে এবং আমাদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে এর প্রতিবাদেই আমাদের এই আন্দোলন এবং পরবর্তীতে আমাদের দাবি মানা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তারা

৩০০ মিটার জরাজীর্ণ সড়কের নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী

আলিপুরদুয়ার ঃ অবশেষে স্বপ্ন পূরণ! ফালাকাটা ব্লকের দলগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্মশান ঘাট থেকে বন্ধু বারাইকবাড়ি পর্যন্ত প্রায় ৩০০ মিটার বেহাল রাস্তার কাজের শিলান্যাস করা হল। মঙ্গলবার সকালে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাস্তার কাজের শিলান্যাস করা হল। উপস্থিত ছিলেন, দলগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আনন্দ খাড়িয়া, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা সঙ্গীতা ওরাও, বিশিষ্ট সমাজসেবী সিরিল বাঘোয়ার, রামচন্দ্র লোহার, বন্ধু বাড়াইক, অলঙ্কার সরকার প্রমুখ। জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট এলাকার ওই রাস্তাটি দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বেহাল অবস্থায় ছিল। ফলে বর্ষা আসলেই যাতায়াতে সমস্যার মধ্যে পড়তে হত গ্রামবাসীদের। অবশেষে সেই রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী।

ঝড়ে লন্ডভন্ড হবিবপুর ব্লকের একাংশ

মালদাঃ রবিবার রাতের সাময়িক ঝড়ে লন্ডভন্ড হবিবপুর ব্লকের একাংশ। এদিন ঝড়ের ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত আইহো ঋষিপুর এই দুটি পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা। আইও একাধিক বারের ছাউনি উড়ে গিয়েছে। রাস্তায় বড় বড় একাধিক গাছ ইলেকট্রিকের পোল পড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে যোগাযোগ। আইহো সিঙ্গাবাদ রুটে একাধিক জায়গায় ইলেকট্রিকের পোল ও বড় গাছ পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বহু মানুষের বাড়ির ছাউনি উড়ে গিয়েছে এই ঝড়ের জেরে। দুইটি পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সোমবার সকাল থেকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাস্তা পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ইলেকট্রিকের পোল পড়ে যাওয়ায় এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপকহারে হলেও এই এলাকায় প্রাণহানির কোন ঘটনা নেই।

রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ সাউথ কলোনির বাসিন্দা কলেজ ছাত্রী

শিলিগুড়ি ঃ শনিবার বিকেলে ফুলবাড়ি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাউথ কলোনি, এলাকার বছর ২৩ এর যুবক প্রসেনজিৎ সরকার গত শনিবার থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। তারপরেই নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন পরিবারের সদস্যরা।, এরপর রবিবার সন্ধ্যায় ফুলবাড়ীর আমবাড়ী গজলডোবা তিস্তা ক্যানেলের কাঞ্চন বাড়ি এলাকায় ক্যানেল রাস্তা থেকে তার সাইকেল এবং ছাতা উদ্ধার হয়। জানাগেছে প্রসেনজিৎ শিলিগুড়ির একটি ঔষধের ফার্মাসিতে কাজ করতো। সেদিন কাজে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় তারপর থেকে আর বাড়ি ফেরেনি সে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সব জায়গায় খুজাখুজি করে কোনো খোঁজ না পাওয়ায় চিন্তায় পড়েছেন বাড়ির সদস্যরা। সোমবার ক্যানেল পাড়ে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। নিখোঁজ প্রসেনজিৎ শিলিগুড়িতে প্রেমচাঁদ কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র বলে জানাগেছে।।

একাধিক দাবিতে ৩২ ঘন্টা ধর্ণা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল দার্জিলিং তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস

শিলিগুড়ি ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে ও একাধিক দাবিতে ৩২ ঘন্টা ধর্ণা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল দার্জিলিং তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। সোমবার শিলিগুড়ির মৈনাক ট্যুরিস্ট লজের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পাপিয়া ঘোষ, মিলি শীল সিনহা সহ অন্যান্যরা। এদিন এই ধর্ণা মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা হয়।

নেপালের পর্যটন শিল্পের প্রসারে আজ থেকে শুরু হল নেপাল ট্যুরিজম প্রমোশন প্রোগ্রাম

নেপালের পর্যটন শিল্পের প্রসারে নেপাল ট্যুরিজম প্রমোশন প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে নেপাল ট্যুরিজম বোর্ড। সোমবার থেকে শুরু হল এই প্রোগ্রাম। সোমবার দুপুরে শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানায় আয়োজক সংস্থা। করোনার পর মুখ থুবড়ে পড়া পর্যটন শিল্পকে আবার ঘুরে দাঁড় করাতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্তরা। এবার ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশ নেপালের পর্যটন শিল্পের প্রসারে এই নেপাল ট্যুরিজম প্রমোশন প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে নেপাল ট্যুরিজম বোর্ড। তাতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে শিলিগুড়ির পর্যটন সংস্থা এথোয়া। সোমবার শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হোটেলে এই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। আগামীকাল গোয়হাটি ও পরশু শিলংয়ে এই প্রোগ্রাম আয়োজিত হবে। সোমবার দুপুরে শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে এই বিষয়ে জানান আয়োজক সংগঠনের সদস্যরা।

মালদা জেলার ভালুকা বাজার এলাকার সিআরপিএফ জওয়ানের ক্ষতবিক্ষত মৃতদে উত্তরপ্রদেশের রেলস্টেশন রেল লাইনের ধার থেকে উদ্ধার

মালদাঃ উত্তরপ্রদেশের রেলস্টেশন থেকে অনতি দূরে রেল লাইনের ধার থেকে এক সিআরপিএফ জওয়ানের ক্ষতবিক্ষত মৃতদে উদ্ধার করল ওই স্টেশনের জিআরপিএফ। তার কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া আইডি কার্ড এবং আধার কার্ড দেখে জানা যায় ওই জওয়ানের নাম ললিত পাশওয়ান। বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার ভালুকা বাজার এলাকায়। সাসানী রেল স্টেশন আধিকারিকদের প্রাথমিক অনুমান আপ ব্রহ্মপুত্র মেল থেকে গভীর রাতে কোন কারনে পড়ে গিয়ে ওই জবানের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা। খবর দেওয়া হয় হরিশ্চন্দ্রপুরের ভালুকা বাজারে তার পরিবারের কাছে।। কিন্তু ললিত বাবুর পরিবারের দাবি, ট্রেন থেকে পড়ে কোনোভাবেই তার মৃত্যু হয়নি এই মৃত্যুর পিছনে কোন রহস্যজনক কারণ রয়েছে। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখুক কেন্দ্রীয় সংস্থা। এদিকে সেনাবাহিনীর উদ্যোগে ভালুকায় মৃতদেহ এসে পৌঁছলে গান স্যালুট এবং চোখের জলের মাধ্যমে ললিত পাশওয়ানকে বিদায় জানাই গ্রামবাসী। ললিত বাবুর পরিবার এবং গ্রামবাসীর দাবি ট্রেন থেকে পড়ে তার মৃত্যু হয়নি। এর পিছনে অন্য কোন কারণ রয়েছে। তারা চান এর সঠিক তদন্ত হোক। জানা গিয়েছে তিনি দীর্ঘদিন ধরে জম্মুতে কর্মরত ছিলেন। সম্প্রতি তার ট্রান্সফার অর্ডার হয়েছিল লখনৌ তে যোগদান করার জন্য। তার মাঝখানে তিনি ছুটি পেয়েছিলেন। সেই ছুটি কাটাতে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। গত বৃহস্পতিবার তিনি দিল্লি হাওড়া ব্রহ্মপুত্র মেলে চড়ে বসেন। বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা হয়।

শিলিগুড়ি শহরের যানজট সমস্যা মোকাবেলায় নতুন রাস্তা তৈরি করতে চলেছে SJDA

শিলিগুড়ি ঃশিলিগুড়ি শহরের যানজট সমস্যা মোকাবেলায় নতুন রাস্তা তৈরি করতে চলেছে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ। মঙ্গলবার, একটি বৈঠকের মাধ্যমে এমনটাই জানালেন শ্বশত্বক চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। বর্তমানে শিলিগুড়ি শহরের অন্যতম প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যানজট। সেই যানজট সমস্যা মোকাবেলায় নতুন রাস্তা তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ। শিলিগুড়ির জলপাইমোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে শুরু হবে ওই রাস্তা এবং মাটিগাড়া হাটে গিয়ে শেষ হবে। সেখানে ১২ ফিট চওড়া রাস্তা রয়েছে, যা বর্তমানে বেহাল দশায় পরে রয়েছে। ফলে নতুন করে সেই রাস্তা তৈরি করা হবে।চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী জানান দ্রুত এই প্রকল্পের ত্বগুগু তৈরি করে কাজ শুরু হবে। এদিনের এই বৈঠকে শ্বশত্বক চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, রঞ্জন শীল শর্মা সহ শ্বশত্বক অন্যান্য আধিকারিকরা।

সরুগাঁও চা বাগানে আদিবাসীদের সরহুল পুজো ও গণবিবাহ আয়োজিত

আলিপুরদুয়ার ঃ রবিবার স্বর্ণা মন্দির মহামায়া কমিটির উদ্যোগে সরুগাও চা বাগানে আযোজিত হলো গণবিবাহ। সরহুল পূজা ও আদিবাসী রীতি মেনে ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকার ২৬ জোড়া পাত্র পাত্রীর চারহাত এক হল আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ব্লকের সরুগাও চা বাগানে। বিয়ে শেষে আমন্ত্রিতদের খাওয়া দাওয়াও করানো হয়। মন্দির কমিটির তরফে নীলকমল ওরাও ও সাব্বির ওরাও বলেন, ১৮ বছর ধরে প্রতিবছর এই গনবিবাহের আয়োজন করে আসছেন তারা। আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পরা মানুষ জনকে তারা বিয়ে দিয়ে সহযোগিতা করে আসছেন। বিভিন্ন চা বাগান থেকে নব দম্পতিরা এই বিয়েতে যোগদান করেন বলে জানান উদ্যোক্তারা।

ফাঁস দিয়ে ঝুলন্ত রেলকর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি ঃ এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ফাঁসিদেওয়ার জালাস নিজামতারা অঞ্চল এলাকায়। জ্বালাস নিজামতারা এলাকার মাদারবক্স গ্রামের ঘটনা। নাম রোমিনশিস মিঞ্জ(৩১)।রবিবার সকালে পরিবারের লোকজন বহুবার ডাকাডাকি করার পর সাড়া না মেলায় দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকেই যুবককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়।এরপর তাকে উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত রেলওয়ে দপ্তরের গেটম্যানের চাকরি করতেন।গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

শিলিগুড়ির মেয়র বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে সেখানকার সমস্যাগুলি পরিদর্শন করেন

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২১ নম্বর ওয়ার্ডে 'মানুষের কাছে চলো' কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ওই এলাকার দুটি মন্দির পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। একইসাথে ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন তিনি। রবিবার, ওই ওয়ার্ডে অবস্থিত শিব মন্দির ও দয়াময়ী কালীবাড়িতে যান মেয়র। মন্দির পরিদর্শনের সাথেই সেখানে পুজো দিলেন মেয়র গৌতম দেব। তারপর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন তিনি। একই সাথে রবীন্দ্রনগর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান তিনি। সেই বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত কোন উন্নয়নের প্রযোজন রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ওই বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি কি রয়েছে তাও তিনি যাচাই করে দেখেন। পাশাপাশি সুভাষপল্লী রবীন্দ্রনগর বাজার এলাকা তিনি পরিদর্শন করেন। বেশ কিছু ওয়ার্ডবাসী তার সামনে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ধরেন। সেই সমস্ত অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয় এবং তার ওপর কাজ করা হবে বলে আশ্বাস দেন মেয়র।

আত্মরক্ষার বিষয়ে মেয়েদের সচেতন করতে উদ্যোগী হল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষ। মেয়েরা কিভাবে নিজেদের সুরক্ষা নিজেরাই করতে পারে তা শেখানোর জন্য একটি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে জেলা পুলিশ

জলপাইগুড়ি ঃ সোমবার সকালে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ লাইনে শুরু হয়েছে এই সচেতনতা শিবির। অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়েছে বিজয়িনী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত। এই সচেতনতা শিবিরের মধ্য দিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার কৃতী ছাত্রছাত্রীর সংবর্ধনা জানানো হয়। উত্তরীয় পড়িয়ে সকলের হাতে ফুলের তোড়া ও উপহার তুলে দেন জেলা পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিজয়িনী নামাঙ্কিত টি শার্টের উদ্বোধন করেন জেলা পুলিশের আধিকারিকরা। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত নিজের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শিশু ও নারী পাচার এবং বাল্য বিবাহের বিষয়ে সচেতন করেন সকলকে।

নয়টি তালা ভেঙে মন্দির থেকে চুরি সোনার অলংকার। চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচবিহার শহরে

কোচবিহার ঃ শতবর্ষ প্রাচীন কোচবিহার রাজ আমলের শ্রীশ্রী করুনাময়ী মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল ছরিয়েছে গোটা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার পৌরসভার ১৫ নাম্বার ওয়ার্ডে। সোমবার সকালে মন্দির কমিটির এক সদস্য মন্দিরে এসে দেখতে পান মন্দিরের সমস্ত তালা খোলা রয়েছে। কমিটির পক্ষ থেকে পুলিশ কে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, মোট ৯টি তালা ভাঙ্গা হয়েছে মন্দিরের। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে মন্দিরের প্রায় ১০০ গ্রাম সোনার গহনা চুরি হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের ১২ ঘন্টা বন্ধের ডাকা প্রভাব পড়ল মালদহে

মালদা ঃ আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের ১২ ঘন্টা বন্ধের ডাকা প্রভাব পড়ল মালদহে। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ পুরাতন মালদার ৮ মাইল স্টান্ডে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে মালদা জেলা আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের কর্মী সমর্থকরা। মূলত ছয় দফা দাবি দাওয়া নিয়ে আজকের এই অবরোধ কর্মসূচি। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন টানা এক ঘন্টা অবরোধের ছেড়ে অবরুদ্ধ ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক। খবর লেখা পর্যন্ত অবরোধ চলছে।

জমি হাঙর দের দাপটে নয়নজুলি ভরাট

মালদা ঃ জমি হাঙর দের দাপটে নয়নজুলি ভরাট। আর সেই মাটি ফেলে দুর্ঘটনা। মালদার যদুপুরে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে অবাধে চলছে জলাশয় ভরাট। বাইরে থেকে মাটি এনে ফেলা হচ্ছে। রাস্তার ওপরে পাশেও জমে রয়েছে সেই মাটি। হঠাৎ আসা বৃষ্টিতে সেই মাটি ভিজে কাদার পাশাপাশি পেছল হয়ে গেছে। চোখের পলকে কাদায় পিছলে বা চাকা আটকে একের পর এক বাইক দুর্ঘটনা। আহত অন্তত ১২ জন। তারমধ্যে দুই শিশু, চার মহিলা এবং ছয় জন পুরুষ। পর পর আটটি বাইক দুর্ঘটনার কবলে পরে। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। দমকল। চলছে মাটি সরানোর কাজ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

মহেন্দ্র সিং ধোনির হাঁটুতে সফল অস্ত্রোপচার, আইপিএল খেলার সম্ভাবনা থাকছে?

কলকাতা ঃ মহেন্দ্র সিং ধোনি বাঁ পায়ের হাঁটুর চোট নিয়ে গোটা আইপিএল খেলেছেন। পায়ে শক্ত করে অত্যাধুনিক ব্যান্ডেজ বেঁধে মাঠে নেমেছেন। তা সত্ত্বেও উইকেটকিপিং করেছেন সাবলীলভাবেই। ব্যাটিংয়ের সময় দৌড়ানোর ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছিল। বেশিরভাগ সময়ই ধোনি আটে ব্যাট করতে নেমে বড় শট খেলারই চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। সোমবার মধ্যরাতের পর আইপিএল ফাইনাল শেষ হয়েছে। এরপর তিনি আমেদাবাদ থেকেই মুম্বই পৌঁছন। আজ মুম্বইয়ের বেসরকারি হাসপাতালে অস্ত্রোপচার হয়েছে সফলভাবেই। তাপপ্রবাহের সঙ্গে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি চলবে সপ্তাহভর! সতর্কবার্তা আবহাওয়া দফতরের ধোনি তাঁর হাঁটুর অবস্থা দেখাতে যান খ্যাতনামা স্পোর্টস অর্থোপেডিক সার্জেন ডা. দীনশ পারডিওয়ালাকে । তিনি বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল প্যানেলেও রয়েছেন। ঋষভ পন্থ ভারতের একাধিক ক্রিকেটারের অস্ত্রোপচার সফলভাবেই করেছেন তিনি। চেন্নাই সুপার কিংসের সূত্রকে উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, মুম্বইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালে ধোনির হাঁটুর অস্ত্রোপচার ভালোভাবেই হয়েছে। তিনি ভালোই রয়েছেন। দু একদিনের মধ্যে ছেড়েও দেওয়া হবে। আপাতত কয়েকদিন তিনি বাড়িতে বিশ্রাম নেবেন। তারপর শুরু হবে রিহ্যাব। ভারতীয় ক্রিকেট দলের তিন ফরম্যাটের জার্সি উন্মোচিত, স্পনসরের সঙ্গে বদল ডিজাইনেও একটি সর্বভারতীয় দৈনিকের দাবি, আজ সকালেই ধোনির অস্ত্রোপচার হয়েছে। কিহোল সার্জারির মাধ্যমে ধোনির হাঁটুতে অর্থোস্কোপিক রিপেয়ার হয়েছে। তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়েও দেওয়া হয়েছে বলে দাবি ওই সংবাদমাধ্যমের। ধোনির পুরো ফিট হতে যে সময় লাগবে তাতে আইপিএলে খেলতে সমস্যা হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিনই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ধোনির একটি ছবি। যাতে দেখা যাচ্ছে মুম্বইয়ে হাঁটুর চোট দেখাতে যাওয়ার আগে গাড়িতে বসা সহাস্য ধোনির হাতে রয়েছে শ্রীমদ্ভাগবৎগীতা। ধোনি এবার আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসকে পঞ্চমবার খেতাব জিতিয়েছেন। সেই সঙ্গে আগামী আইপিএলে খেলার আভাসও দিয়েছেন। পন্টিং অস্ট্রেলিয়াকে সতর্ক করলেন ভারতের চার ব্যাটার ও এক পেসার সম্পর্কে, তালিকায় কারা? তিনি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে গিয়ে বলেন, পরিস্থিতি অনুযায়ী ধন্যবাদ জানিয়ে অবসর নেওয়ার এটাই সেরা সময়। ৯ মাস কঠোর পরিশ্রম করে পরের আইপিএল খেলার কাজ বেশ কঠিন। তবে সিএসকে ভক্তদের থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছি তাতে আরেকটা মরশুম খেলতে পারলে সেটা আমার তরফে তাঁদের একটা উপহার হবে। ধোনি জানিয়েছেন, সমর্থকরা যেভাবে তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিয়েছেন তার সঙ্গে তিনি চেন্নাইয়ে পরিচিত। কিন্তু আমেদাবাদের স্টেডিয়ামেও তেমনটা হওয়ায় তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নিজেকে থিতু করে নেন। ধোনির কথায়, আমার খেলার ধরনের সঙ্গে সমর্থকরাএকাত্ম অনুভব করেন। তাঁরা আমার মতো খেলতে পারার কথা ভাবেন। তাঁর খেলায় অর্থোডক্স কিছু নেই, সব কিছু স্বাভাবিক রেখেই খেলেন বলে জানিয়েছেন মাহি। অবসররে বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে ধোনিরই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন সিএসকে সিইও। ক্রিকেট ছাড়লেও তিনি চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গেই যুক্ত থাকবেন বলে আগেই ঘোষণা করেছেন ধোনি।

বড় বাজেট, বড় ঘাটতি

ঢাকা ঃ নির্বাচনী বছরে সাত লাখ ৬১ হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ। অবশ্য এর বড় একটি অংশে দেশি বিদেশি উৎস থেকে ঋণ নিয়ে যোগান দেয়ার পরিকল্পনা সরকারের। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের পরিকল্পনা উপস্থাপন করছেন। বাজেটের প্রকাশিত দলিল অনুযায়ী, আসছে অর্থবছরে সরকার মোট সাত লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা ব্যয় করবে। এর মধ্যে রাজস্ব ও বিদেশি অনুদান থেকে পাঁচ লাখ তিন হাজার ৯০০ কোটি টাকা আসবে বলে অনুমাণ করছে সরকার। বাকি ৩৩ শতাংশ মেটানো হবে দেশি বিদেশি উৎস থেকে ঋণ নিয়ে। জিডিপির অনুপাতে ঘাটতির হার দাঁড়াচ্ছে পাঁচ দশমিক দুই শতাংশ। চলতি অর্থবছরে সরকার ছয় লাখ ৭৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করেছিল। সেই হিসেবে আসছে বাজেট ১২ ভাগ বড় হচ্ছে। কিন্তু অন্য বছরের ধারাবাহিকতায় বিদায়ী অর্থবছরেও প্রস্তাবিত বাজেট পুরোপুরি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সংশোধন করে তা নামিয়ে আনা হয়েছে ছয় লাখ ৬০ হাজার ৫০৭ কোটিতে। সেই হিসেবে নতুন বাজেটের আকার বাড়ছে ১৫ দশমিক তিন শতাংশ। বাজেটে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য ধরা হয়েছে পাঁচ লাখ কোটি টাকা। যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ১৫ শতাংশ বেশি। তবে চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার বড় একটি অংশই আদায় না হওয়ার শঙ্কা থাকছে। কেননা চার লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকার মধ্যে মার্চ পর্যন্ত আদায় হয়েছে মাত্র দুই লাখ ৬৮ হাজার ৩৮৪ কোটি টাকা। সেক্ষেত্রে নতুন অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। বাজেটে আকার বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ঋণের বহরও। এর মধ্যে নিট এক লাখ দুই হাজার ৪৯০ কোটি

টাকা সরকার ঋণ নিতে চায় বিদেশি বিভিন্ন উৎস থেকে। যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ১৮ হাজার ৬৭২ কোটি টাকা বেশি। বাকি এক লাখ ৫৫ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা নেয়া হবে দেশের ভিতরের বিভিন্ন খাত থেকে। এর মধ্যে ব্যাংক খাত থেকে এক লাখ ৩২ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা নেয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। গত বছর প্রস্তাবিত বাজেটে এক লাখ ছয় ৩৩৪ কোটি টাকা নেয়ার পরিকল্পনা থাকলেও বছর শেষে তা বাড়িয়ে এক লাখ ১৫ হাজার ৪২৫ কোটি টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ, আগামী অর্থবছরে এর চেয়েও প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা বেশি নিতে চায় সরকার। যদিও ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে এত ঋণ নিলে তা বিনিয়োগ ও মূল্যস্ফীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে সতর্ক করছেন অর্থনীতিবিদরা।

একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ আচার্যের! মানবেন না, সংঘাত বাড়িয়ে বললেন শিক্ষামন্ত্রী

কলকাতা ঃ রাজ্যের সঙ্গে নজিরবিহীন সংঘাত রাজ্যপালের! কার্যত নিয়ম ভেঙে একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। আচার্য হিসাবেই এই নিয়োগ করলেন তিনি। আর এরপরেই পাল্টা বার্তা শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর। রাজ্যপাল যে নিয়োগ করেছেন তা যাতে প্রত্যাখ্যান করা হয় সেই বার্তাও দিয়েছেন তিনি। বলে রাখা প্রয়োজন, একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ শূন্য অবস্থায় রয়েছে। এই অবস্থায় বুধবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস একটি বৈঠক করেন। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফেই প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে রাজভবনে হওয়া এই বৈঠকে শিক্ষা দফতরের কোনও বৈঠক ছিল না। তাদের এড়িয়েই এই বৈঠক হয়। আর এই বৈঠকের ২৪ ঘন্টার মধ্যেই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহ একাধগিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করে দিলেন আচার্য সিভি আনন্দ বোস। যেমনটাই জানা যাচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হচ্ছেন অমিতাভ দত্ত। দীর্ঘদিন ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই সহ উপাচার্য হিসাবে কাজ করেছেন। এছাড়াও এমন ভাবে বেশ কয়েকজন অধ্যাপককেও উপাচার্য পদের জন্যে নিয়ে আসা হয়েছে। তবে কেউই বিদায়ী কিংবা আগে উপাচার্য হিসাবে কাজ করেছেন এমন কেউ নেই। তবে রাজ্যপালের এহেন কাজে চরম ক্ষুব্ধ শিক্ষা দফতর। কড়া ভাষায় সোশ্যাল মিডিয়াতে বার্তা দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। রাজ্যপালের এহেন কাজের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, এই বিষয়ে আইনি পথেও শিক্ষা দফতর হাটতে পারে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। এই বিষয়ে আইনজীবীদের সঙ্গেও আলোচনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী। তবে যাদেরকে নিয়োগ করা হচ্ছে তারা যাতে আচার্যের এহেন নির্দেশ না মানেন সেই বার্তাও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু তাঁর সোশ্যাল মিডিয়াতে দিয়েছেন। বলে রাখা প্রয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে সার্চ কমিটি রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনও নিয়মই মানা হয়নি বলে দাবি শিক্ষা দফতরের। উল্লেখ্য গত কয়েকদিন আগেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে সাপ্তাহিক রিপোর্ট তলব করে রাজভবন। ওই রিপোর্ট না জমা দেওয়াতে বেশ কয়েকজন উপাচার্যকে শোকজ পর্যন্ত করা হয়। যা নিয়ে রাজভবন এবং নবান্নের মধ্যে সংঘাত তৈরি হয়। আর এই অবস্থায় কার্যত এবার একধাপ এগিয়ে উপাচার্য নিয়োগ করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। যা সবদিক থেকেই খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যপাল আরও বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করবে।

মণিপুরে শান্তি ফিরবেই, শিশুর মাথায় হাত দিয়ে প্রতিশ্রুতি শাহের

মণিপুর ঃ হিংসায় বিধ্বস্ত মণিপুর, গত এক মাস ধরে হিংসা চলছে উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে মণিপুরে শান্তি ফেরাতে সময় লাগবে। কুকি এবং মেইই জনজাতির মধ্যে সংঘর্ষে তুমুল অশান্তি ছড়িয়েছে সেখানে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সেখানে গিয়ে শান্তি ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

গত পরশু মণিপুরে পৌঁছেন অমিত শাহ। পৌঁছেই মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের কাছ থেকে পুরো পরিস্থিতির রিপোর্ট নেন তিনি। সেনাবাহিনীর কাছ থেকেও সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তিনি। এই নিয়ে দুই দীর্ঘক্ষণ পর্যালোচনা বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

তার পরের দিন তিনি হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করেন। অমিত শাহ মোরে এবং কাঙপোকি জেলায় পরিদর্শন করেন ত্রাণশিবিরগুলি। সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের শিশুর মাথায় হাত দিয়ে রাজ্যে শান্তি ফরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মূলক মেইই সম্প্রদায়কে সংরক্ষণের তালিকায় আনার প্রতিবাদেই এই বিক্ষোভ শুরু হয়। কুকি সম্প্রদায় প্রবল বিরোধিতায় জানিয়েছে মেইই সম্প্রদায়কে তপশিলি জাতির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করাকে। সেকারণেই দুই গোষ্ঠার মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

ইতিমধ্যেই এই সংঘর্ষে ৪০ জনের প্রাণ গিয়েছে। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বুধবার মণিপুরে হিংসায় বিধ্বস্ত ঘরছাড়া পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করেন অমিত শাহ। এবং দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তাদের ঘরে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। হিংসা বিধ্বস্ত এলাকায় হেলিকপ্টারে করে ত্রাম সামগ্রি পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বুধবার রাজভবনে তিনি জনজাতি গোষ্ঠীর নেতাদের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন। কীভাবে রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনা যায় তার সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছে মোদী সরকার। দ্রুতই সেখানে শান্তি ফিরে আসবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অমিত শাহ। অন্যদিকে মণিপুরে লাগাতার একমাস ধরে কার্ফু জারি থাকার কারণে জিনিসের দাম আকাশ ছোঁয়া হয়ে গিয়েছে। ভোর পাঁচটায় কর্ফু শিথিল হলেই দোকানে দোকানে লম্বা লাইন পড়ছে। খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। রান্নার গ্যাসের দাম ২০০০ টাকা হয়ে গিয়েছে। সব খাবারের দাম আকাশ ছোঁয়া হয়ে গিয়েছে। কার্ফুর কারণে খাদ্য সামগ্রির ট্রাক মণিপুরে ঢুকতে পারছে না। আবার মণিপুরে অশান্তির কারণে গোটা দেশে আদার দাম বেড়ে গিয়েছে।

মৌসুমি বায়ু বিস্তার লাভ করলে গরম কমবে

ঢাকাঃ বেশ কিছুদিন ধরেই দেশের তাপমাত্রা উপরের দিকে ওঠছে। প্রায় সারা দেশেই বয়ে যাচ্ছে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আরও কয়েকদিন এমন অবস্থা থাকতে পারে। বৃহস্পতিবার আবহাওয়া অধিদপ্তরের বরাত দিয়ে দ্য ডেইলি স্টার জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় সৈয়দপুরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আবহাওয়াবিদ খন্দকার হাফিজুর রাহমান দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, বাতাসের জলীয়বাষ্পের আধিক্যের কারণে অস্বস্তিকর অনুভূতি বৃদ্ধি পেতে পারে। বৃহস্পতিবার সকালে বাতাসের আপেক্ষিক আদ্রতা ছিল ৮২ শতাংশ। আবহাওয়াবিদ মো. শাহীনুল ইসলাম দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী ও ফেনী জেলা এবং রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। আরও কয়েক দিন এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকতে পারে। তিনি আরও বলেন, মৌসুমি বায়ু (বর্ষাকাল) বিস্তার লাভ করলে গরম কমতে শুরু করবে। নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না, তবে আগামী এক সপ্তাহের আগেই বর্ষার বৃষ্টি শুরু হবে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, চলতি মাসের প্রথমার্ধে সারা দেশে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু (বর্ষাকাল) বিস্তার লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে। তাদের ধারণা, এ মাসেও বজ্রসহ বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি ও মাঝারি ধরনের কালবৈশাখী ঝড় বয়ে যেতে পারে। এছাড়া, বঙ্গোপসাগরে একটি বা দুটি মৌসুমি নিম্নচাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এদিন পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু এক জায়গায় বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। তবে রাতের তাপমাত্রা প্রায় একই থাকবে।

সবার জন্য পেনশন নতুন অর্থবছর থেকে

ঢাকা ঃ ২০২৩-২৪ অর্থবছর থেকেই সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করার আশা করছেন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। এতে যুক্ত হতে পারবেন প্রবাসীরাও। ২০২৩-২৪ অর্থবছর থেকেই সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করার আশা করছেন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। এতে যুক্ত হতে পারবেন প্রবাসীরাও। অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা অনুযায়ী, প্রস্তাবিত স্কিমে অন্তর্ভুক্ত হলে ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সি একজন সুবিধাভোগী ৬০ বছর পর্যন্ত এবং ৫০ বছরের বেশি বয়স পর্যন্ত একজন সুবিধাভোগী ন্যূনতম ১০ বছর পর্যন্ত চাঁদা দিলে আজীবন পেনশন সুবিধা ভোগ করবেন। পেনশনে থাকাকালে ৭৫ বছরের আগে কেউ মারা গেলে তার নমিনি অবশিষ্ট সময়ের পেনশন পাবেন। এছাড়া চাঁদা দেয়ার ১০ বছরের মধ্যে কারো মৃত্যু ঘটলে জমাকৃত টাকা মুনাফাসহ নমিনিকে ফেরত দেয়া হবে। চাঁদাদাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে জমাকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ ঋণ হিসেবে নেয়া যাবে। নির্ধারিত চাঁদা বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য হবে এবং কর রেয়াত পাওয়া যাবে। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই স্কিমে প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশিরাও অংশ নিতে পারবেন। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরের বাজেট ঘোষণায় সর্বজনীন পেনশন চালুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী। নতুন বাজেট বক্তৃতায় তিনি বলেন, ''আশা করছি, ২০২৩-২৪ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশে সার্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করা সম্ভব হবে।

আয় না থাকলেও আয়কর দিতে হবে!

ঢাকাঃ বাংলাদেশে নতুন অর্থবছরের বাজেটে করমুক্ত আয়ের সীমা বাড়ছে। তবে করমুক্ত আয়সীমার নিচে থাকলেও নির্দিষ্ট সরকারি সেবা পেতে নাগরিকদের ন্যূনতম দুই হাজার টাকা কর দিতে হবে। আসছে অর্থবছরে বার্ষিক সাড়ে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত আয়ের ক্ষেত্রে কর দিতে হবে না। প্রস্তাবিত বাজেটে বিদ্যমান তিন লাখ টাকা থেকে করমুক্ত আয়ের এই সীমা বাড়ানোর প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী। নারী ও ৬৫ বছরের বেশি বয়সের করদাতাদের ক্ষেত্রে সাড়ে তিন লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে করমুক্ত আয়ের সীমা চার লাখ টাকা করা হয়েছে। 'প্রতিবন্ধী' ব্যক্তি করদাতাদের ক্ষেত্রে সাড়ে চার লাখ থেকে বেড়ে হয়েছে চার লাখ ৭৫ হাজার টাকা। গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতারা পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করলে কোনো কর দিতে হবে না, যা আগে ছিল চার লাখ ৭৫ হাজার। তৃতীয় লিঙ্গের করদাতাদের ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পয়েছে। আগে সাড়ে তিন লাখ পর্যন্ত আয়ের ক্ষেত্রে তাদের আয়কর দিতে হতো না। এখন তা এক লাখ ২৫ হাজার টাকা বেড়ে চার লাখ ৭৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। এদিকে ব্যক্তি করদাতাদের করহারের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। অর্থাৎ সাড়ে তিন লাখের পর পরবর্তী এক লাখ টাকার পাঁচ শতাংশ কর দিতে হবে। তিন লাখের জন্য ১০ শতাংশ, চার লাখের জন্য ১৫ শতাংশ, পাঁচ লাখের জন্য ২০ শতাংশ আর অবশিষ্ট টাকার উপর ২৫ শতাংশ কর দিতে হবে। উল্লেখ্য ২০২০-২১ অর্থবছর থেকেই ব্যক্তিশ্রেণীর করমুক্ত আয়সীমা, করহার অপরিবর্তিত আছে। অর্থমন্ত্রী তার লিখিত বাজেট বক্তৃতায় বলেন, ''সম্মানিত করদাতাগণের প্রকৃত আয় হ্রাস পেয়েছে এবং অন্যদিকে করমুক্ত আয়সীমা অপরিবর্তিত রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সম্মানিত করদাতাগণের কর প্রদানের স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আমি কোম্পানি ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ব্যতিত অন্যান্য শ্রেণীর করদাতা, বিশেষ করে স্বাভাবিক ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতাগণের করমুক্ত আয়সীমা কিছুটা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি।'' এদিকে আয় না থাকলেও রাষ্ট্রীয় কিছু সেবা পেতে নাগরিকদের আয়কর দিতেই হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে করমুক্ত আয়সীমা প্রযোজ্য হচ্ছে না। ন্যূনতম এই করের পরিমাণ দুই হাজার টাকা। অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, ''করমুক্ত আয়সীমার নীচে রয়েছে অথচ সরকার হতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এমন সকল করদাতাদের ন্যূনতম কর দুই হাজার টাকা করার প্রস্তাব করছি।'' তিনি আরো বলেন, ''রাষ্ট্রের একজন নাগরিকের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার বিপরীতে সরকারকে ন্যূনতম কর প্রদান করে সরকারের জনসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।''

সম্পাদকীয়

বোমার স্তূপে পশ্চিমবঙ্গ, সমানে বিস্ফোরণ, বোমা উদ্ধার

আবার পশ্চিমবঙ্গের নদিয়ায় তৃণমূল নেতার বাড়িতে বিস্ফোরণ। অভিযোগ, প্রচুর বোমা রাখা ছিল সেখানে। বোমার স্তূপের উপর বসে পশ্চিমবঙ্গ। প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন জেলা থেকে হয় বিস্ফোরণের খবর আসছে অথবা প্রচুর পরিমাণ বোমা উদ্ধার হচ্ছে। উদ্ধার করা হচ্ছে জিলেটিন স্টিক, ডেটোনেটার ইত্যাদি। এর শেষ উদাহরণ হলো নদিয়ায় মহেশনগর পূর্ব পাড়ায় সাইফুল শেখের বাড়িতে বিস্ফোরণ। বুধবার রাতে এই বিস্ফোরণে সাইফুলের বাড়ির ছাদ উড়ে যায়। সাইফুল এলাকায় তৃণমূলের নেতা বলে পরিচিত। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, তার বাড়িতে প্রচুর বোমা মজুদ করে রাখা ছিল। সেজন্যই এত তীব্র বিস্ফোরণ হয়েছে। সাইফুলের পরিবারের এক ব্যক্তি পঞ্চায়েত সদস্য। ঘটনার পর পুলিশ সেখানে পৌঁছায়। কিন্তু সেরকম কোনো ভূমিকা নেয়নি বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ।

স্থানীয় এক বাসিন্দা টি ভি ৯-কে জানিয়েছেন, ''পুলিশ এসে দেখে চলে গেছে। সাইফুলের বাড়িতে প্রচুর বোমা রাখা ছিল বলে এত তীব্র বিস্ফোরণ হয়েছে।'' তৃণমূল অবশ্য এনিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। বুধবার রাতেই নদিয়ার কাঁটাবেল অঞ্চলে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবল বোমাবাজি হয় বলে অভিযোগ। পার্টি অফিস দখল করাকে কেন্দ্র করে এই বোমাবাজি বলে স্থানীয় মানুষ জানিয়েছেন। দিন কয়েক আগেই বীরভূমে দুই বস্তা জিলেটিন স্টিক ও তিন হাজার দুইশটি ডিটোনেটার উদ্ধার করা হয়। নলহাটির একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে এই সব জিনিস রাখা ছিল। পুলিশ এলাকা ঘিরে রেখেছে। নলহাটির লস্করপুর থেকে এক ব্যাগ তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। বীরভূমের রামপুরহাট, কাকরতলা, সদয়পুর, দুবরাজপুর থেকে সমানে বোমা ও বন্দুক উদ্ধার হচ্ছে। এছাড়া মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর থেকে ১২টি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। এই বোমাগুলি রাস্তায় ছিল। এই নিয়ে পরপর আটদিন ধরে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে বোমা উদ্ধার করা হলো। এছাড়াও গত কয়েক মাসে বাসন্তী, পাড়ুই, এগরার মতো বিভিন্ন জায়গায় বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই বিপুল পরিমাণ বোমা ও বিস্ফোরণ কী ইঙ্গিত দিচ্ছে? এগরায় স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, বাজির কারখানায় বোমা বানানো হচ্ছিল। সেখানে ভয়ংকর বিস্ফোরণে নয়জন মারা যান। প্রবীণ সাংবাদিক শরদ গুপ্তা ডিডাব্লিউকে বলেছেন, ''নির্বাচনে সহিংসতার রেকর্ড রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের। লোকসভা, বিধানসভা, পুরসভা বা পঞ্চায়েত যে কোনো নির্বাচনই হোক না কেন, সেখানে সহিংসতা হয়েই থাকে। এবার যে বিপুল পরিমাণ বোমা উদ্ধার হচ্ছে, বিস্ফোরণ হচ্ছে, তা একটিই ইঙ্গিত দিচ্ছে, পঞ্চায়েত ভোটেও ব্যাপক সহিংসতা হতে পারে।'' প্রবীণ সাংবাদিক শুভাশিস মৈত্রের মতো অনেকে মনে করেন, ''পঞ্চায়েতে ভোট জেতার জন্য বিভিন্ন দলের কর্মীরা এবং ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন গোষ্ঠী মরিয়া হয়ে ওঠে। কারণ, এখন পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই বিভিন্ন পরিকল্পনার রূপায়ণ হয়। সেখানে প্রচুর টাকা আসে। তাই পঞ্চায়েত সদস্য হওয়ার জন্যও এই লড়াইটা চলে, অনেক সময়ই তা সহিংস হয়ে ওঠে।''

স্পেনে মধ্যযুগের লড়াই আজও চলছে

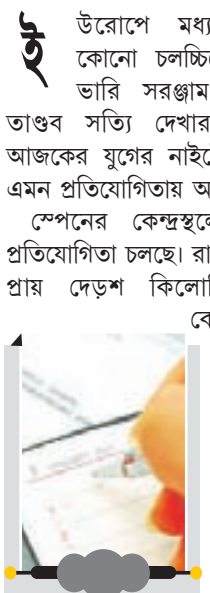

শুভ্রবর্ন
প্রাবন্ধিক

ইউরোপে মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে কোনো চলচ্চিত্রের দৃশ্যে বর্ম ও ভারি সরঞ্জাম নিয়ে যোদ্ধাদের তাণ্ডব সত্যি দেখার মতো। বাস্তবেও আজকের যুগের নাইটের অনুকরণকারীরা এমন প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।

স্পেনের কেন্দ্রস্থলে মধ্যযুগীয় এক প্রতিযোগিতা চলছে। রাজধানী মাদ্রিদ থেকে প্রায় দেড়শ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে বেলমন্টে কেল্লায় গোটা বিশ্বের একাধিক টিম নাইট গেমস উপলক্ষ্যে সমবেত হয়। তোলেদো শহরের 'বোহুর্ট লা মাঞ্চা' নামের টিম এই প্রথম নতুন এক বিন্যাসে আসরে নামছে। অবশ্যই খাঁটি সরঞ্জাম ও অস্ত্র নিয়ে ঐতিহাসিক সাজে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি বেশ পরিশ্রমসাপেক্ষ। টিমের ক্যাপ্টেন দাভিদ দিয়াস তোরিখোস এমন সজ্জার বর্ণনা দিয়ে বলেন, ''দ্রুত করলে প্রায় প্রায় ১৫ মিনিট সময় লাগে। তবে মধ্যযুগের মতো সরঞ্জাম গায়ে চাপাতে অন্যের সাহায্য লাগে। বর্মের কথা আলাদা, কিন্তু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতে সাহায্য চাই।'' পেশায় ইলেকট্রিশিয়ান হলেও মারিও ফার্নান্দেস টিমের হয়ে এই প্রতিযোগিতায় নেমে রোমাঞ্চিত। তবে তিনি মনে করিয়ে দেন, ''মানুষের মনে ভুল ধারণা রয়েছে। তারা ভাবে, এমন সাজে নড়াচড়া করা কঠিন। এটা ঠিক, যে সরঞ্জামের ওজন ২৫ থেকে ৩০ কিলোগ্রাম। আমার সরঞ্জামের ওজন বোধহয় ২৮ কিলো হলেও নড়াচড়া করা, পা তোলা সম্ভব। পড়ে গেলেও সহজে আবার উঠে দাঁড়ানো যায় অথবা মাটির উপর শুইয়ে থাকা যায়। নড়াচড়া কোনো সমস্যাই নয়।''

নারীরাও লড়াইয়ে অংশ নেন। লাউরা মোরেনো সানচেস বিনসেন্তে ও সুসানা অ্যার্নান্দেস কাবো এবং তাঁর বান্ধবী ক্লাউডিয়া রিগাল রদরিগেস পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে অনুশীলন করেন। সুসানা বলেন, ''পুরুষদের মতোই আমাদের সবার কাছে এটা বড় চ্যালেঞ্জ ও উত্তেজনার কারণ। দারুণ মজা হয়। অনেক অনুশীলন করতে হয় বলে বেশ কঠিন কাজ। ভীষণ পরিশ্রম হয়।''

অবশেষে প্রতিযোগিতার দিন এসে গেল। লড়াইয়ের আগে প্রত্যেকটি অস্ত্র পরীক্ষা করে সরকারি ছাড়পত্র দেওয়া হয়। ওজন, মাপ ও অস্ত্রের ঐতিহাসিক খাঁটিত্ব যাচাই করা হয়। তাছাড়া সেগুলি বিপজ্জনক হলে চলবে না। নিজের অনুভূতি সম্পর্কে মারিও ফার্নান্দেস বলেন, ''আমি বেশ উত্তেজিত। এই প্রথম এত বড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছি। তাও একেবারে নিজস্ব সরঞ্জাম নিয়ে। একটু নার্ভাস লাগছে বটে, কিন্তু লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে রয়েছি।''

মারিও ফার্নান্দেস ও দাভিদ দিয়াস তোরিখোস নিজেদের প্রথম লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বড় ধরনের চোট এড়াতে প্রধান রেফারি কিছু পরামর্শ দিয়ে লড়াই শুরু করতে বললেন। মারিও প্রথম লড়াইয়ে জিতে গেলেন। তরবারির তিনটি লড়াইয়ে তাঁকে টিকে থাকতে হবে। প্রথমটিতে তিনি জিতলেন। তারপর সুসানার দ্বৈত লড়াইয়ের পালা। লাল সাদা রং পরে লড়ে তিনিও জিতে গেলেন। সাফল্যের পর তিনি বলেন, ''ক্লান্ত হলেও আমি খুব খুশি। শুরুটা ভালোই হয়েছে, এবার দেখা যাক কী হয়। আরও দুটি লড়াই বাকি।''

মধ্যযুগীয় এই যুদ্ধের খেলায় গ্রুপ পর্যায়ে লড়াই সেরা আকর্ষণ। তিন, পাঁচ বা বারো জনের টিম প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়াই করে। কিন্তু এ দিন 'বোহুর্ট লা মাঞ্চা' টিমের ভাগ্য ভালো নয়। প্রতিদ্বন্দ্বীরা বড়ই শক্তিশালী। ফলে এই টিম তিনটি রাউন্ডেই হেরে গেল। শেষ পর্যন্ত গ্রুপ পর্যায়ে ফরাসিদের জয় হলো। তবে সুসানা একক লড়াইয়ে জিতে রৌপ্য পদক পেয়ে টিমের কিছুটা মানরক্ষা করলেন।

ফল যাই হোক না কেন, এই প্রতিযোগিতার অভিজ্ঞতা ভোলার নয়। তাছাড়া লা মাঞ্চা টিমের সদস্যরা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন।

সাময়িকী

নয় বছরের চাওয়া-পাওয়া

অভিজিৎ রায়
কলামিস্ট

দেশে ঘটা করে কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের নয় বছর পূর্তির অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও এই উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে করা টুইটে তাঁর সরকারের নয় বছরের অবদানকে তুলে ধরে বলেছেন, নয় বছর সরকার দেশবাসীর পাশে থেকেছে, জনগণের স্বার্থে কাজ করেছে। তাঁর কথায় তার সরকারের প্রতিটি সিদ্ধান্তই জনসাধারণের প্রয়োজন, স্বার্থের কথা বিবেচনায় রেখে যাতে তাদের অগ্রগতি নিশ্চিত করা যায়, গ্রহণ করা হয়েছে। আসলে সামনের বছর ২০২৪ এ সাধারণ নির্বাচন। এদিকে মোদী জমানার প্রশংসা করে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নয় বছরের শাসনামলে যেমন ভারতের সম্মান বেড়েছে, বেড়েছে নিরাপত্তা। বিগত নয় বছরে ভারতের মর্যাদা বিশ্বের দরবারে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে কেউ আর ভারতকে চোখ দেখাতে পারছে না। যোগী আদিত্যনাথের কথার সাথে সম্পূর্ন ভাবে একমত না হলেও এ কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে বিশ্বের দরবারে ভারতের স্থান আজ অনেক উপরে। তা বলে যে দেশের আম জনতার সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা গত নয় বছরে এই সরকার ঘোচাতে পেরেছে, তা কিন্তু নয়।

কেন্দ্রের মোদী সরকারের নয় বছর অর্জনের চেয়ে বছর ব্যর্থতা ও দুর্দশাও কম নয়। বছরের পর বছর ধরে জনগণকে মূল্যস্ফীতি, বেকারত্ব ও স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত মোকাবেলা করতে হয়েছে। জনগণ সরকারের অদ্ভুত সিদ্ধান্তের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তও কম হয়নি। নোটবন্দী এক দিকে যেমন দেশের অর্থনীতিকে দুর্বল করেছে, তেমনই এর জেরে কিছু লোককে ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে পণ্য ও পরিষেবা কর, অর্থাৎ জিএসটির ফলে ব্যবসায়ীরা প্রকৃতপক্ষে তাদের ভাগের অর্থনৈতিক বোঝা ভোক্তাদের কাঁধে সোজা সুজি চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে অগ্নিবীরের নামে চুক্তিতে যুবকদের নিযোগে এর মধ্যে অন্যতম। এত শত হওয়া সত্ত্বেও সরকারের জুমলেবাজী ব্যবহার কম হয়নি। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা, প্রতিটি নাগরিককে বাড়ি দেওয়া, কালো টাকা ফিরিয়ে আনা, প্রতি বছর দুই কোটি চাকরি দেওয়ার মতো ঘোষণা আজও বাস্তবায়ন হয়ে ওঠেনি। ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপির প্রতিশ্রুতি ছিল প্রতিটি পরিবারের জন্য পাকা বাড়ি। দারিদ্রসীমার নিচে থাকা দেশবাসীর জন্য ২০১৫ সালে চালু করা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা। যার লক্ষ্য ছিল ২০২২ সালের মধ্যে শহর ও গ্রামীণ এলাকায় প্রতিটি পরিবারকে পাকা বাড়ি দেওয়া। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ায় সেই সময়সীমা ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। ২০২১-এ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর জানিয়েছিলেন, এই প্রকল্প চালুর সময় গ্রামীণ ভারতে ২.৯৫ কোটি পাকা বাড়ি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছিল। কিন্তু ২০২১ পর্যন্ত সেখানে ১.৬৫ কোটি তৈরি করা গিয়েছে। প্রত্যেকের পাকা বাড়ির মতোই ২০১৫র সেপ্টেম্বরে প্রত্যেক বাড়িতে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন, ২০২২-এর মে নাগাদ দেশের প্রত্যেক বাড়িতে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। সরকারের দেওয়া সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও দেশের সব বাড়িতে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ দূরে থাক অনেক গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৭-তে বলেছিলেন ২০২২ সাল নাগাদ দেশের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হয়ে যাবে। সময়সীমে পেরিয়ে গেলেও কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হয়নি। এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় বাজেটে কৃষিতে বার্ষিক বরাদ্দ কমানো হয়েছে। আগের বছরের ১.১২৪ লক্ষ কোটি টাকা থেকে তা কমে হয়েছে ১.১৫ কোটি টাকা। ২০১৭র ১৪ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের সঙ্গে মুম্বই ও আহমেদাবাদের মধ্যে বুলেট ট্রেন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন ২০২২-এর ১৫ অগাস্ট ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সময় দেশে বুলেট ট্রেন চলতে শুরু করবে। কিন্তু এই লক্ষ্যমাত্রা এখনও পূরণ করা যায়নি। প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০১৮র সেপ্টেম্বরে বলেছিলেন, আগামী ৪ বছরে অর্থাৎ ২০২২ সালের মধ্যে দেশ পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী ছাড়াও বিজেপির নেতারা এই প্রতিশ্রুতির কথা বিভিন্ন নির্বাচনেও প্রচার করেছেন। তবে ২০২২ শেষ হয়ে ২০২৩-এর মাঝামাঝি পৌঁছে গেলেও সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা যায়নি। এই সরকারে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর অনেক হামলা হয়েছে। কথায় কথায় পাকিস্তানে পাঠানোর হুমকি দেওয়া এই সরকারের কর্তা ব্যক্তিদের কাছে যেন কোনও ব্যাপারই নয়। গত নয় বছরে দেশে অঘোষিত জরুরি অবস্থার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে জনগণের স্বস্তির কোনো আশা নেই। মোদি সরকারের প্রতি মানুষের ক্ষোভ যেভাবে বাড়ছে তাতে আশা করা হচ্ছে আগামী সাধারণ নির্বাচন বিজেপির জন্য খুব একটা সহজ হবে না।

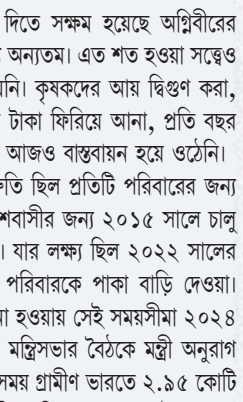

তালেবানকে পশ্চিমাদের সঙ্গী করার এখনই সময়

সুলতান বারাকাত

আফগানিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন তালেবান প্রশাসন গত ১৮ মে ঘোষণা করেছে, তারা তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী মোল্লা মোহাম্মদ হাসান আখুন্দের স্থলে তাঁর ডেপুটি মৌলভি আবদুল কবিরকে বসিয়েছে।

তাদের ভাষ্যমতে, আখুন্দ অসুস্থ থাকায় দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না। ২০২০ সালে দোহায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তালেবানের যে সমঝোতা হয়েছিল, তাতে আবদুল কবির অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন। কবিরের এই নিয়োগকে তালেবান সরকারের নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে দাবি করা হলেও নিয়োগের সময়কালটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পশ্চিমকে এই বিষয়টি খুবই সতর্কভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে।

কাবুল পতনের এক বছর : বাইডেন-তালেবান দোস্তি বেড়েছে

গত ১৫ আগস্ট কাবুল দখলের এক বছর পূরণের দিন কাবুলে মার্কিন দূতাবাসের সামনে তালেবান সদস্যরা উল্লাস করেন।

শিক্ষায় মেয়েদের অন্তর্ভুক্তিকে সীমিত করে আনা এবং বিভিন্ন পেশায় মেয়েদের অংশগ্রহণকে নিষিদ্ধ করা নিয়ে তালেবান প্রশাসন যখন আন্তর্জাতিক মহলের সমালোচনার মুখে, ঠিক সেই সময়ে এই ঘোষণা এল। নেতৃত্বের এই পরিবর্তনকে একটি ইতিবাচক অগ্রগতি ও তালেবানের আরও দরাজ হওয়ার একটি আভাস হিসেবে দেখা যেতে পারে।

তালেবানের অবস্থান থেকে সরে আসার পথে হয়তো তাদের অহংবোধ থেকে যাবে, কিন্তু তাঁরা যে ছোট ছোট পরিবর্তন আনছে, তা পরিবর্তনের পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। যেমন তালেবান সম্প্রতি হেরাতে মেয়েদের কয়েকটি মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম পুনরায় চালুর অনুমতি দিয়েছে। আবদুল কবির শিগগিরই মানবিক কার্যক্রমে মেয়েদের কাজ করার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে পারেন। কারণ, তালেবান কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য খাত ও প্রধান প্রধান এনজিওর ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করছে।

পশ্চিমাদের উচিত তালেবানের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং তাদের ওপর আরোপ করা নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া। একই সঙ্গে উন্নয়ন সহায়তার বিষয়টি ক্রমে পুনঃপ্রবর্তন নিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব যে প্রস্তুত আছে, তা আলোচনার উদ্যোগ নিয়ে স্পষ্ট করা দরকার। গত কয়েক দশকের সবচেয়ে খারাপ মানবিক সংকট এবং এই অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তোলার মতো একটি সম্ভাব্য সংঘাত প্রতিরোধ করতে এই ধরনের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এর আগে তালেবান যখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে আগ্রহ দেখিয়েছিল, তখন বিদেশিরা সেই সুযোগটি কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সেই একই ভুল এবার তাদের করা উচিত হবে না।

তালেবানের এই কৌশলগত পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে কয়েকটি পয়েঃট বিবেচনা করার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে।

প্রথমত, তালেবানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বোঝা যাবে, ২০২১ সালে ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আখুন্দের নিয়োগ ছিল অবশ্যম্ভাবী। তাঁর নিয়োগকে সাবেক (১৯৯৬ থেকে ২০০১) তালেবান শাসনের ধারাবাহিকতার প্রতীক হিসেবে দেখানো হচ্ছিল। আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠা তালেবানের সামনে দেশের ভেতরে গুরুতর কোনো বিরোধী শক্তি নেই। হয়তো সে কারণেই তারা বাইরের দেশগুলোর সঙ্গে আলোচনার পরিসর তৈরি করতে আগ্রহী হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, গত দুই বছরে বাইরের দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকার সুবাদে তালেবান নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে, পরস্পর সংযুক্ত আজকের দুনিয়ায় নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের ধারণা অবাস্তব। বিশেষ করে, মানবিক সংকটের মধ্যে বাইরের দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে দেশ চালানো খুবই দুরূহ।

তৃতীয়ত, তালেবান সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত অনমনীয় থাকার যে নীতি এত দিন অনুসরণ করে এসেছে, তা থেকে তাদের সরে এসে উদার নীতি সম্প্রসারণের দিকে ঝুঁকতে দেখা যাচ্ছে। কবিরের নিয়োগ সে আভাসই দিচ্ছে। তালেবানের নতুন নীতিতে জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আলোচনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত রাখার বিষয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে।

কবিরের নিয়োগের মধ্য দিয়ে তালেবান স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে, তারা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নীতিতে পরিবর্তন আনতে এবং বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে মিশতে চায়। আন্তর্জাতিক নেতাদের এই সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।

পশ্চিমাদের উচিত তালেবানের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং তাদের ওপর আরোপ করা নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া। একই সঙ্গে উন্নয়ন সহায়তার বিষয়টি ক্রমে পুনঃপ্রবর্তন নিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব যে প্রস্তুত আছে, তা আলোচনার উদ্যোগ নিয়ে স্পষ্ট করা দরকার। গত কয়েক দশকের সবচেয়ে খারাপ মানবিক সংকট এবং এই অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তোলার মতো একটি সম্ভাব্য সংঘাত প্রতিরোধ করতে এই ধরনের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জানা অজানা

ভগবান সর্বত্রই আছেন

সুনীল কুমার দে

আমাদের সনাতন ধর্মে বলা হয়েছে, সর্বম খলিদাং ব্রহ্ম,,অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ভগবান সব জায়গায় আছেন।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন, জীবে জীবে তার অধিষ্ঠান।যত্র জীব তৎর শিব।স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়, জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।একজন গুরু তাদের শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, ভগবান সর্বত্রই আছেন। আমরা যা কিছু করি না কেন তিনি সব কিছু দেখেন।ভালো মন্দ, ধর্ম অধর্ম,পাপ পুন্য সব কিছু তিনি দেখেন আর সেইভাবে তিনি আমাদের কে কর্মফল প্রদান করেন।একদিন সেই গুরু তার সকল শিষ্যদের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য ডেকে বললেন,,আজ আমি তোমাদের সবাই কে এক এক টি লাড্ডু দেব।আর এই লাড্ডু টা সবাই কে গোপনে খেতে হবে কিন্তু খাবার সময় যেন কেউ দেখতে না পায়।যারা এই কাজ টি করতে পারবে তাদের পুরস্কৃত করা হবে।সবাই লাড্ডু নিয়ে চলে গেল।তাদের মধ্যে সব থেকে যে ছোট ছিলো সে হাতে লাড্ডু নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।গুরুদেব জিজ্ঞেস করলেন, কিরে তুই গেলি না,দাঁড়িয়ে রইলে যে। ছোটো ছেলেটি বললো, গুরুদেব,আপনি বলেছেন,এটি লুকিয়ে খেতে হবে,খাওয়ার সময় কেউ যেন দেখতে না পায় তাই ভাবছি কেমন করে খাবো। গুরুদেব বললেন, তুমি ও ওদের মত চেষ্টা করে দেখো। ছেলেটি চলে গেল।এদিকে ছেলেরা কেউ ঘরের দরজা বন্দ করে,কেউ লুকিয়ে গোপনে,কেউ জলে ডুবে লাড্ডু খেয়ে ফেলে আর গুরুদেব কেএসে বলে আমাদের গোপনে লাড্ডু খাওয়া হয়ে গেছে। খাওয়ার সময় কেউ দেখতে পায় নি।গুরুদেব তাদের কথা শুনে বললেন, বা,তোরা তো খুব বাহাদুর ছেলে,তাহলে তো আমাকে অনেক পুরস্কার দিতে হবে।অন্যদিকে সেই ছোটো ছেলেটি তিন দিন থেকে চেষ্টা করছে গোপনে খাওয়ার জন্য কিন্তু পারে নি। কারণ,তার গুরুদেব বলেছেন, ভগবান সব জায়গায় আছেন তাই আমরা যা কিছু কাজ গোপনে করলেও তিনি তা দেখতে পাবেন।তাই এমন কোনো জায়গা সে পেলো না যেখানে ভগবান নেই তাই তার লাড্ডু খাওয়া হয়নি। ছোটো ছেলেটার আসতে দেরি হওয়ার গুরুদেব বললেন, আরে তোমাদের ছোটো বন্ধুটি এখনো এলো না কেন। যাও তাকে ধরে নিয়ে এসো। ছেলেরা সবাই হো হো করে হেঁসে বললো, নিশ্চই খাওয়ার সময় তাকে লোক দেখে ফেলেছে তাই লজ্জায় সে আসতে পারছে না। গুরুদেব বললেন, যাও তাকে ডেকে নিয়ে এসো।ছেলেরা গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে এসো। গুরুদেব তাকে না আসার কারন জিজ্ঞেস করলেন।ছেলে টি বললো, গুরুদেব,আমি তিন দিন থেকে চেষ্টা করছি লাড্ডু টি খাওয়ার জন্য কিন্তু কোথাও গোপন জায়গা পেলাম না। সব জায়গাতেই আমি ভগবানের চোখ দেখতে পেলাম তাই আমার লাড্ডু খাওয়া হয় নি তাই আমি আসি নি। গুরুদেব তার কথা শুনে খুশি হলেন ও কোলে নিয়ে বললেন, তুমি, প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেছো, বাকিরা সবাই মিথ্যেবাদী। তারা সবাই ভগবানের চোখ কে এড়িয়ে গেছে। ভগবান যে সর্বত্রই আছেন,তিনি সবকিছু দেখছেন,এই জ্ঞান তাদের হয়নি। তাই একমাত্র তোমাকেই আমি পুরস্কৃত করবো।

পাঠকের চিঠি

বিশ্ব তামাক বর্জন দিবস

৩১শে মে পালিত হল বিশ্ব তামাক বর্জন দিবস। তামাক মুক্ত দেশ গড়তে বদ্ধপরিকর সরকার। প্রচার, ব্যানার বিভিন্ন ভাবে প্রচার করলেও আজও সচেতনতার অভাব রয়ে গেছে মানুষের মধ্যে। পাবলিক প্লেসে অনেক সময় নজরে আসে বড়ো বড়ো করে লেখা নো স্মোকিং সেটি দেখার পড়ে স্বভাবতই মনে প্রশ্নচিহ্ন এঁকেছে। মনে হয়েছে এটি কি শুধুই জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য? কারণ এতো কিছুর পড়েও মানুষ আজও যেন অসচেতনই রয়ে গেছে। ৩১শে মে পালিত হল বিশ্ব তামাক বর্জন দিবস। এই দিনে সরকারী হোক কিংবা বেসরকারি সব পক্ষ থেকেই জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারাভিযান করা হয় কিন্তু মানুষ আজও অসচেতনই রয়ে গেছে। তামাকজাত দ্রব্য সেবনে জীবনঘাতী রোগ যে অবধারিত তা তামাকদ্রব্যসেবনকারী অনেকেরই জানেন। প্যাকেটের গায়েও বিধিবদ্ধ সর্তকীকরণ দেওয়া থাকে। কিন্তু এরপরেও তামাক দ্রব্য বর্জনের মাত্রা তেমন কমেনি বরং ব্যবহার আরও বেড়েছে।অনেক সময় বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় বিশেষতঃ চলন্ত গাড়িতে অনেকেই অসতর্কভাবে ধূমপান করেন । এতে করে ব্যবহারকারীর যেমন ক্ষতি হয় সমপরিমান ক্ষতি হয় যারা পাশে থাকেন। সেক্ষেত্রে প্রশাসনকে আরও শক্ত হতে হবে। শুধু আইন করে নয় জনসাধারণের সচেতনতাই পারে তামাকমুক্ত পরিবেশ গঠন করতে।

শংকর সাহা , দক্ষিণ দিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

বাংলা ভাষা ঝাড়খন্ডের বুনিয়াদী ভাষা ঃ সুরজ মণ্ডল

খয়েরপাল গ্রামে বাংলা ক্লাবের উদ্যোগে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া শুরু করা হলো

বাংলা ভাষা শেখার উৎসাহ দেখার মতো

মোট ৪০ জন ছেলেমেয়ে বাংলা শেখার সংকল্প নিলো

পটকাঃ খয়ের পাল বাংলা ক্লাবের আজ পয়লা জুন প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মাতাজী আশ্রম হাতার প্রেরণার ও সহযোগিতায় বাংলা ক্লাব বাংলা ভাষা অবৈতনিক রূপে শেখানোর জন্য প্রাথমিক বাংলা বিদ্যালয়ে বাংলা ক্লাশ শুরু করলো।এই উপলক্ষ্যে মুখ্য অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পটকার জিলা পরিষদ সুরজ মণ্ডল,সম্মানীয় অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব জিলা পরিষদ সহ সমাজসেবী করুণাময় মণ্ডল,মাতাজী আশ্রমের সঞ্চালক,সাহিত্যিক ও সমাজ সেবী সুনীল কুমার দে,রামগড় আশ্রমের অধ্যক্ষ সুধাংশু শেখর মিশ্র,বঙ্গ বন্ধুর সম্পাদক রাজেশ রায়,বাংলা প্রেমী সুভাষ সিংহ রায়,মূর্তিকার ও সমাজ সেবী সুবোধ গরাই,শিক্ষাপ্রেমী মুনিরাম বাস্কে প্রমুখ।প্রথমে সকল অতিথি মিলে মা সরস্বতীর চরণে পুষ্প দিয়ে ও দীপ জ্বেলে অনুষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন করলেন।রাজকুমার সাহু সবাই কে স্বাগত জানালেন।সুনীল কুমার দে বাংলা ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবসে সবাই কে শুভেচ্ছা জানিয়ে বাংলা ভাষা কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সবাই কে আহবান জানালেন। করুণাময় মণ্ডল বললেন, আজ ঝাড়খন্ডের বাংলা ভাষীদের জন্য খুবই দুর্দিন যে তাদের কে বাংলা শেখার জন্য ও বাংলা তে কথা বলার জন্য অনুরোধ করতে হচ্ছে।সুবোধ গরাই বললেন, আজ যেটুকু বাংলা বেঁচে আছে তা গ্রামেই বেঁচে আছে।বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আন্দোলন চাই ও আরো প্রচার প্রসার চাই।রাজেশ রায় ও সুভাষ সিংহ রায় বাংলা ভাষা শেখানোর প্রয়াস কে সাধুবাদ জানান ও বাংলা ক্লাব কে শুভকামনা দেন।সুধাংশু শেখর মিশ্র ও শিক্ষার্থী ও শিক্ষিকাদের আশীর্বাদ জানালেন যারা বাংলা শিখতে চায় তাদের কে ও যারা শেখাবেন তাদের কে।ক্ষেত্র মোহন পাল বললেন, বাংলার মতো এতো মধুর ও উন্নত ভাষা পৃথিবীতে নেই।এই বাংলা ভাষাকে সবাই বাঁচিয়ে রাখুন।মুখ্য অতিথি সুরজ মণ্ডল বললেন, বাংলা ভাষা ঝাড়খন্ডের বুনিয়াদী ভাষা।বাংলা ভাষার স্থান আজও দেশে দ্বিতীয় ও বিশ্বে পঞ্চম।ঝাড়খন্ড সরকার কে পুনরায় ঝাড়খন্ডের স্কুল গুলোতে বাংলা পড়ানোর জন্য অনুরোধ জানাই।এই অবসরে ৪০ জন ছাত্র ছাত্রীকে মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে বাংলা শেখার জন্য বর্ণ পরিচয় দেওয়া হলো।খাতা ও পেন্সিল দিলেন মৃনাল পাল,কলম দিলেন তপন কুমার গুপ্তা।প্রতি রবিবার খয়ের পাল বাংলা প্রার্থমিক বিদ্যালয়ে ৯ টা থেকে বাংলা শেখানো হবে।নিশুলক ভাবে বাংলা শেখাবেন শ্রীমতি রুবি পাল,শ্রীমতি অপর্ণা পাল ও শ্রীমতি অবন্তী পাল।সুনীল কুমার দে প্রথম বাংলা শেখানোর ক্লাশ নেন।সব শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মৃনাল পাল।কার্য্যক্রম টির সঞ্চালন করেন সুনীল কুমার দে।এই সুবসরে উপস্থিত ছিলেন হারাধন পাল,ক্ষেত্রমোহন পাল,ভবেশ পাল,জগদীশ পাল,দীনবন্ধু পাল,স্বপন দাস,অমল দাস,অরবিন্দ পাল,তন্ময় পাল,সঞ্জয় সাহু,বলরাম পাল,বুধনী পিসি,অবন্তী পাল,রুবি পাল,অপর্ণা পাল ছাড়াও গ্রামের বহু ছেলে মেয়েরা ও বাংলা প্রেমী বন্ধুগন।

এসসিইআরটি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে নিত্য নতুন গ্রেপ্তার প্রক্রিয়া অব্যাহত

এই কেলেঙ্কারিতে আরো ১২ জন সাংবাদিক, আরটিআই কর্মী, রাজনৈতিক ব্যক্তির নাম রয়েছে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ সরষে ভূত থাকার জ্বলন্ত উদাহরণ এসসিইআরটি কেলেঙ্কারি। দুর্নীতি তথা অনিয়মের বিরুদ্ধে সংবাদ পরিবেশন করার দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংবাদিক এবং তথ্য জানার অধিকার আইনের মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব ভূমিকা পালন করা আরটিআই কর্মী স্বয়ং কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ার নজির সৃষ্টি হয়েছে। এসসিইআরটি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে নিত্য নতুন তথ্য প্রকাশের মধ্যে এক্ষেত্রে মূল কান্ডারী আইএএস শেবালী দেবী শর্মাকে ব্ল্যাকমেইল করে দুর্নীতি করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এই কেলেঙ্কারিতে আরো ১২ জন সাংবাদিক, আরটিআই কর্মী, রাজনৈতিক ব্যক্তির নাম রয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। প্রসঙ্গত রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে ১০৫ কোটি টাকার এসসিইআরটি কেলেঙ্কারিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে সারাদিন অসম জুড়ে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। সিএম ভিজিলেন্স এই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত অভ্যত রেখেছে। বর্তমান সিএম ভিজিলেন্সের হেফাজতে থাকা আইএএস শেবালী দেবী শর্মাকে জেরা করে তদন্তকারী সংস্থাটি এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অপরাধে ইতিমধ্যে বহু ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। এর মধ্যে রয়েছেন সাংবাদিক, আরটিআই কর্মী প্রমুখ। সাংবাদিক ভাস্কর জ্যোতি হাজারিকা, পূজা মনি দাস, আরটিআই কর্মী অনুপ শইকীয়া, রবিজিৎ গগৈকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে সিএম ভিজিলেন্স। তাছাড়া আম আদমি পার্টির সক্রিয় নেতা বিদ্যুৎ কলিতাকে সিএম ভিজিলেন্সের সামনে প্রস্তুত হওয়ার জন্য আইনি সমন পাঠানো হয়েছে। তবে সেই সমন তার স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। হাজির হওয়ার জন্য আগামী ২ জুন পর্যন্ত সময় চেয়ে চিঠি পাঠিয়ে বর্তমান আত্মগোপন করে রয়েছেন বিদ্যুৎ কলিতা। উল্লেখ্য ২০২১ সালের নির্বাচনে অখিল গগৈ নেতৃত্বাধীন রাইজর দলের প্রার্থী হিসেবে বিহপরিয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তিনি। এসসিইআরটি কেলেঙ্কারিকে কেন্দ্র করে সিএম ভিজিলেন্সের তদন্ত এবং গ্রেপ্তার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এক্ষেত্রে আইএএস শেবালী দেবী শর্মাকে জেরা করে পাওয়া তথ্য অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তিদের সমন দিয়ে ডেকে পাঠানো হচ্ছে। বুধবার সিএম ভিজিলেন্সের তরফে আরটিআই কর্মী মনোজ দাস, সোন মনি নাথকে তলব করা হয়েছিল। তাদের সারাদিন ধরে জেরা করেছে তদন্তকারী সংস্থাটি। সিএম ভিজিলেন্সের হাতে বর্তমান কেলেঙ্কারিতে জড়িত আরো বহু ব্যক্তির নামের তালিকা রয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে এসসিইআরটি কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়া আরটিআই কর্মীদের ব্ল্যাকলিস্টেড করবে তথ্য জানার অধিকার বিভাগ। ভবিষ্যতে এই ব্যক্তিরা তথ্য জানার অধিকারের অধীনে কোনো ধরনের আবেদন জানাতে পারবেন না বলে বিভাগের তরফে প্রকাশ পেয়েছে। এদিকে সমগ্র বিষয়টি নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বুধবার গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন এই কেলেঙ্কারিতে আরো ১২ জন সাংবাদিক, আরটিআই কর্মী, রাজনৈতিক ব্যক্তির নাম রয়েছে। প্রত্যেকের নামই ধীরে ধীরে প্রকাশ পাবে। এসসিইআরটি সরকারি ব্যাংক একাউন্ট থেকে সাংবাদিকদের ব্যাংক একাউন্টে সরাসরি টাকার স্থানান্তর করা হয়েছিল বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন এক্ষেত্রে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে এই সংক্রান্তে নিত্যনতুন অধিক তথ্য প্রকাশ পাবে। তবে শুধুমাত্র সাংবাদিক নয় কেলেঙ্কারিতে আরটিআই কর্মী, রাজনৈতিক ব্যক্তির নামও রয়েছে। প্রতিটি পেশাতে কিছু ভালো মানুষ এবং কিছু খারাপ মানুষ রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে অযথা কাউন্সিলকে মানসিক চাপ দেওয়া উচিত নয় বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

কাউন্সিল ফলাফল প্রকাশের জন্য বর্তমান প্রস্তুত নয়

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশের পরেই এবার উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফলকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকেই অপেক্ষায় করছেন। বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া ছাত্রছাত্রীরা এক্ষেত্রে সর্বাধিক আগ্রহে ফলাফলের আশায় বসে রয়েছেন। তবে ফলাফল প্রকাশের জন্য অযথা কাউন্সিলকে মানসিক চাপ দেওয়া উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বর্তমান ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে কাউন্সিল প্রস্তুত নয় বলেও উল্লেখ করেন তিনি। গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে বুধবার আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ফলাফলের জন্য বারংবার আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিলের উপর সামাজিক তথা মানসিক চাপ সৃষ্টি করা উচিত নয়। এই চাপে পড়ে কাউন্সিল যদি হুলস্থুল করে ফলাফল প্রকাশ করে দেয় তাহলে সেটাতে ভুল থাকার সম্ভাবনা থেকে যায়। ফলাফলে ভুল হলে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ এর ক্ষেত্রে অন্ধকার নেমে আসতে পারে। ফলে অযথা চাপ সৃষ্টি না করে কাউন্সিলকে ফলাফল প্রকাশের জন্য সময় দেওয়া উচিত। বর্তমান তারা এক্ষেত্রে তৈরি নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন চাপ সৃষ্টি না করার জন্য তিনি স্বয়ং তাদের ফোন করেননি। বর্তমান যেহেতু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে ফলে স্বাভাবিকভাবেই নির্ধারিত সময়ে ফলাফল প্রকাশ করবে কাউন্সিল। ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে হয়তো ৭-৮ দিন দেরি হয়েছে। তবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল যথা সময়ে প্রকাশ পাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। অন্যদিকে গুটকা নিষিদ্ধ নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন অসমে গুটকা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা আটকানো সম্ভব হয়নি। অসমে নিষিদ্ধ হলেও মেঘালয় সীমান্ত কিংবা অরুণাচল প্রদেশ সীমান্তে সেটা অবাধে বিক্রি হয়। ফলে গুটকা প্রচলন রাজ্যে বন্ধ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। একমাত্র সারা দেশ জুড়ে একসঙ্গে সেটা নিষিদ্ধ হলে তবেই এই নিষিদ্ধকরণ কার্যকরী হবে। এক্ষেত্রে সারা দেশ জুড়ে সমীক্ষা হওয়ার প্রযোজন রয়েছে। জাতীয় স্তরে গুটকা প্রচলন নিষিদ্ধ হলে স্বাভাবিকভাবে অসমে সেটা প্রকৃতার্থে নিষিদ্ধ হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। উল্লেখ্য সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন করাদের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সরকারি অফিসারদের টার্গেট দেওয়া থাকে। এমনকি এই টার্গেটের বিষয়টি বাজেট উল্লেখ রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ধানের পর এবার কৃষকদের থেকে সরিষা ক্রয় করবে সরকার বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

নিম্নতম সরকারি সমর্থন মূল্য প্রতি কুইন্টাল বাবদ ৫৪০০ টাকা ধার্য

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের কৃষকদের জন্য খুশির খবর নিয়ে এলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ধানের পর এবার কৃষকদের থেকে সরিষা ক্রয় করতে চলেছে সরকার। প্রায় ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন সরিষা কেনার লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কৃষকদের জন্য নিম্নতম সরকারি সমর্থন মূল্য প্রতি কুইন্টাল বাবদ ৫৪৫০ টাকা ধার্য করা হয়েছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। এক সপ্তাহের মধ্যে সরিষা কেনার জন্য ১০১ টি কেন্দ্র গঠন করা হবে বলে জানালেন তিনি।

উল্লেখ্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে কৃষকদের থেকে ধান কেনার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। তবে এবার কৃষকদের থেকে সরিষা কেনার প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। বুধবার গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে আযোজিত সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন সরকার ধান ক্রয় কেন্দ্রে সরিষা কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আসাম স্টেট সিভিল সাপ্লাই কর্পোরেশনের অধীনে থাকা ৯২ টি এবং এগ্রিকালচার মার্কেটিং বোর্ডের অধীনে থাকা ৯ টি অর্থাৎ মোট ১০১ টি কেন্দ্রে কৃষকদের থেকে সরিষা কিনবে সরকার। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে প্রতিটি কেন্দ্র সক্রিয় করে তোলা হবে বলে জানালেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান গতকাল আমিনগাঁও এবং রহাতে দুটি কেন্দ্র কার্যক্ষম হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বাকিগুলো হবে। ধানের ক্ষেত্রে কৃষকদের যেভাবে ফার্মার সার্টিফিকেট নেওয়ার প্রযোজন হয় ঠিক একই ভাবে সরিষার ক্ষেত্রেও একই ধরনের সার্টিফিকেট নিতে হবে। কৃষকরা বর্তমান প্রতিটি নিয়মের বিষয়ে জানেন। ফলে সেই ভাবে তারা এগিয়ে যেতে পারবেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন কৃষকদের থেকে কেনা সরিষা সরকার নাফেদকে বিক্রি করবে। কৃষকদের ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার নাফেদকে দেওয়া হবে। ফলে সরকার সরিষা বিক্রি করার তিন দিনের মধ্যে কৃষকদের একাউন্টে সেটার নিম্নতম সমর্থন মূল্য পৌঁছে যাবে। বর্তমান কৃষকরা প্রতি কুইন্টাল বাবদ ৪৪০০ টাকায় সরিষা বিক্রি করলেও সরকারকে সেটা বিক্রি করলে নিম্নতম সমর্থন মূল্য হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা করে পাবেন। সরকার বর্তমান ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন সরিষা কেনার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সরকার প্রথম এই ব্যবস্থা শুরু করতে চলেছে। ফলে পরবর্তী সালে এই বিষয়টি অধিক জনমুখী এবং জনপ্রিয় হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়াস করা হবে বলে জানালেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান সরকার নিম্নতম সমর্থন মূল্য নির্ধারণ করার পর ব্যক্তিগত খন্ডেও অধিক মূল্য পাচ্ছেন কৃষকরা। উদাহরণ স্বরূপে তিনি বলেন ধানের ক্ষেত্রে সরকার ২০৪০ টাকা দেওয়ার বিপরীতে বর্তমান ব্যক্তিগত খন্ডে কৃষকরা পাচ্ছেন ২৩০০ টাকা। অথচ তিন বছর আগে ব্যক্তিগত খন্ড থেকে মাত্র ১২০০ টাকা ছিলেন কৃষকরা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন বর্তমান সময় পর্যন্ত কৃষকদের থেকে সরকার ৫ লক্ষ ৭০ হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয় করেছে। অথচ গত বছর এই সময়ে মাত্র তিন লক্ষ মেট্রিক টন ধান কিনতে পেরেছিল সরকার। তিনি বলেন ধান, সরিষার পর এবার দুগ্ধ পালকদের প্রতি লিটার বাবদ ৫ টাকা করে রাজ সাহায্য দেবে সরকার। সমবায় থেকে তালিকা নিয়ে সেই হিসেবে বছর একবার করে সেই রাজ সাহায্যের টাকা সরাসরি তাদের ব্যাংকের একাউন্টে জমা করে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া প্রস্তুত করা হচ্ছে। তবে সেটা ১ জুন থেকে কার্যকর হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

এএসটিসির টিকাভিত্তিক নিযুক্তি প্রাপ্ত ৭৭১ জন কর্মচারী চাকরি থেকে বরখাস্ত, কর্মচারীদের ব্যাপক প্রতিবাদ, বৃহস্পতিবার কর্মবিরতের ঘোষণা

বর্তমান সময়ে অসমে ইন্টারভিউ ছাড়া সরকারি নিযুক্তি অসম্ভব বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ একদিকে রাজ্য সরকার ব্যাপক অনুষ্ঠান আযোজন করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে মেধার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিভাগের অধীনে ৪৪৭০৩ জন প্রার্থীকে নিযুক্তপত্র বিতরণ করেছে। অন্যদিকে অসম রাজ্য পরিবার নিগম (এএসটিসি) এর টিকাভিত্তিক নিযুক্তি প্রাপ্ত ৭৭১ জন কর্মচারী চাকরি থেকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। তবে সরকারের এই নির্দেশের ফলে চাকরি হারানো প্রত্যেকের ব্যাপক প্রতিবাদের ফলে এক হলুস্থল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে বৃহস্পতিবার কর্মবিরতি আঃেদালন ঘোষণা করেছেন এএসটিসির কর্মচারীরা। কিন্তু এক্ষেত্রে কঠোর স্থিতি নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বর্তমান সময়ে অসমে ইন্টারভিউ ছাড়া সরকারি নিযুক্তি অসম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য দীর্ঘদিন ধরে অসম রাজ্য পরিবার নিগমের টিকাভিত্তিক নিযুক্তি প্রাপ্ত ৭৭১ জন কর্মচারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে বলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের আমলে ২০০০ সাল থেকে অসম রাজ্য পরিবহন নিগমের বিভিন্ন পর্যায়ে অনৈতিক এবং অবৈধভাবে কর্মচারী নিযুক্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে এক্ষেত্রে তদন্ত করানোর পাশাপাশি বিভাগের মন্ত্রী এবং সরকারি শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা করেছেন। অবশেষে এক্ষেত্রে বুধবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই নিযুক্তি গুলোকে অনৈতিক এবং অবৈধ বলে উল্লেখ করে সরকার টিকাভিত্তিক নিযুক্তি প্রাপ্ত ৭৭১ জন কর্মচারীকে এদিন চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছে। এই খবর প্রকাশ হওয়ার পর থেকে অসম রাজ্য পরিবার নিগমে যেন এক ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়েছে। এই সংক্রান্তে বিভাগটিতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়। এএসটিসির উচ্চ পর্যায়ের অফিসারদের থেকে শুরু করে বিভাগের চতুর্থ বর্গের কর্মচারীদের মধ্যে এক হৈচৈ সৃষ্টি হওয়া দেখা দিয়েছে।

সরকারের সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে চাকরি হারানো কয়েকশো যুবক এবং একাংশ মহিলা বুধবার সকালে গুয়াহাটি মহানগরের পল্টন বাজার স্থিত এএসটিসির কার্যালয়ে এসে উপস্থিত হয়ে ব্যাপক হলুস্থুল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়া কর্মচারীরা সারাদিন ব্যাপী পল্টন বাজারের এএসটিসির কার্যালয় উপস্থিত থেকে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করার ফলে সেখানের পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠা পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রতিবাদকারীদের একাংশ ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন তাদের চাকরির সময় নিয়ম অনুযায়ী শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়েছে। কোভিড মহামারীর সময় তারা ব্যাপকভাবে পরিষেবা দিয়েছেন। এক বেলা খেয়ে এক বেলা উপাস থেকে তারা এএসটিসির মেকানিক, নিরাপত্তা রক্ষী সহ বিভিন্ন কাজ করেছেন। ৮-৯ বছর ধরে চাকরি করার পর হঠাৎ তাদেরকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেওয়াটা অন্যায় বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন প্রতিবাদকারীরা। তারা বলেন মাত্র নয়দশ হাজার টাকার বিনিময়ে তারা এএসটিসির জন্য নিজেদের বিলীন করে দিয়েছেন। যদি এভাবে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার ছিল তাহলে প্রশিক্ষণের এক বছর পরেই তাদের বিভাগ থেকে বের করে দেওয়া উচিত ছিল। সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর এভাবে তাদের চাকরি থেকে বের করে দেওয়া অবৈধ অনৈতিক অবিচার বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন আন্দোলনকারীরা।

এক্ষেত্রে প্রতিবাদকারীরা সারা অসম পরিবহন নিগম কর্মচারী সংস্থার বিরুদ্ধেও ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। মূলত সংস্থার সাধারণ সম্পাদক দ্বিজেন লহকরকে ঘেরাও করে প্রতিবাদ জানান চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়া কর্মচারীরা। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী কর্মচারী সংস্থা এই সংক্রান্তে কোন ধরনের পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। এদিকে আন্দোলন চলাকালীন এক মহিলা কর্মচারী কান্দনে ভেঙে পড়ার পর অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সরকার বিশেষ করে পরিবহন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে, বক্তব্য প্রকাশ করে পল্টন বাজারের এএসটিসির কার্যালয় উত্তপ্ত করে তোলেন চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়া যুবকরা। অবশেষে তাদের এই অগ্নি রূপ দেখে কর্মচারীদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা জানিয়েছে সারা অসম পরিবহন নিগম কর্মচারী সংস্থা। একজন কর্মচারীর চাকরিও এভাবে হারাতে দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন সংস্থার কর্তারা। অতি শীঘ্র এই বিষয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা হবে বলেও জানানো হয়েছে। তাছাড়া টিকাভিত্তিক নিযুক্তি প্রাপ্ত ৭৭১ জন কর্মচারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে বৃহস্পতিবার কর্মবিরতির কথা ঘোষণা করেছে কর্মচারী সংস্থা। অবশেষে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বুধবার গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন ইন্টারভিউ ছাড়া নিযুক্তি পাওয়ার অর্থই হলো অনৈতিক এবং অবৈধ চাকরি। বর্তমান অসমে ইন্টারভিউ ছাড়া নিযুক্তি পাওয়া অসম্ভব। ফলে তাদের চাকরি যাবেই। তবে শুধু তাদের নয়, যেই সরকারি অফিসার এই কর্মচারীদের নিযোগপত্র দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উল্লেখ্য আইপিএস আনন্দ প্রকাশ তিওয়ারি এএসটিসির এমডি থাকাকালীন ব্যাপকভাবে অবৈধ নিযুক্তি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। বর্তমান তিনি ডেপুটেশনে রাজ্যের বাইরে রয়েছেন। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী বলেন থানার একজন সাব ইন্সপেক্টর চাইলেই তাকে ডেকে আনা সম্ভব। ফলে এক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই। তবে মন্ত্রীর ভাতিজা কিংবা অফিসারের ভাগিনাকে সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রথা বর্তমান অসমে বন্ধ হয়ে গেছে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই বিষয়টি বহু বছর ধরে তার নজরে পড়েনি। এমনকি সাংবাদিকরাও এই বিষয়ে নজর দেননি। ফলে এই প্রক্রিয়ায় পদক্ষেপ নিতে দেরি হয়েছে। এক্ষেত্রে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। তবে সরকার এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিলেও যেকোনো ব্যক্তি যদি এই নিযোগ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে আদালতে যায় তাহলে এমনিতেই তাদের চাকরি যাবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। রাজ্য সরকার অতি শীঘ্র ২২ হাজার নিযুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিচ্ছে। ফলে চাকরি যাওয়া যুবকদের সেই সময় চাকরির আবেদন জানানোর জন্য পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

অবশেষে মেসির প্যারিস ছাড়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা পিএসজির

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ লিওনেল মেসি আর প্যারিসে থাকবেন না, পিএসজি ছাড়বেনএটা সবারই জানা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মেসি বা পিএসজি, কোনো পক্ষ থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলা হয়নি এত দিন। অবশেষে মেসির প্যারিস ছাড়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে পিএসজি। দলটির কোচ ক্রিস্তফ গালতিয়ের ক্লেরমঁর বিপক্ষে আগামী পরশুর ম্যাচ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, পিএসজির হয়ে শেষ ম্যাচটি খেলতে নামবেন মেসি। গালতিয়ের আজ সাংবাদিকদের বলেছেন, 'ফুটবল ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়কে কোচিং করানোর মতো সৌভাগ্য হয়েছে আমার। এটাই (ক্লেরমঁর বিপক্ষে) পার্ক দে প্রিন্সেসে তাঁর শেষ ম্যাচ।' মেসির পিএসজি ছাড়ার ঘোষণা দিয়ে একটি আশার কথাও বলেছেন গালতিয়ের, 'আমি আশা করছি যে সে উষ্ণতম অভিনন্দনই পাবে।' চলতি মৌসুমে পিএসজির হয়ে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মেসি ২১টি গোল করেছেন, সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ২০ গোল। মেসি বার্সেলোনা থেকে দুই বছরের চুক্তিতে পিএসজিতে যোগ দেন ২০২১ সালে। দ্বিতীয় মৌসুম মাঠের ফুটবলে ভালো গেলেও মাঠের বাইরে কেটেছে অস্বস্তিতে, বিশেষ করে শেষ দিকে এসে। বিশ্বকাপের পর পিএসজির সঙ্গে তাঁর নতুন চুক্তির কথা শোনা গেলেও সেটা তিনি শেষ পর্যন্ত করেননি। এর মধ্যেই বিনা অনুমতিতে সৌদি আরব সফরে গেলে পরিস্থিতি আরও বাজে হয়ে ওঠে। পিএসজি তাঁকে দুই সপ্তাহের জন্য নিষিদ্ধ করে। সেই সময় দলটির সমর্থকদের একটা অংশ মেসির বিরুদ্ধে প্যারিসে বিক্ষোভও করে। সেই সময়টা নিয়ে গালতিয়ের বলেছেন, 'এ বছর সে দলের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ হয়ে ছিল। সব সময়ই তাকে দলে পেয়েছি। আমি মনে করি না, তার বিরুদ্ধে করা বিভিন্ন মন্তব্য আর সমালোচনা ঠিক ছিল। সে সব সময়ই দলের প্রয়োজনে ছিল। পুরো মৌসুমে তার সঙ্গ পাওয়াটা সম্মানের ও সৌভাগ্যের ছিল।'

মেসিকে নিয়ে প্যারিস যখন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, সেই সময় বার্তা সংস্থা এএফপি খবর দিয়েছিল, সৌদি আরবের ফুটবলে খেলার জন্য চুক্তি সেরে ফেলেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক। কিন্তু মেসির বাবা ও এজেন্ট হোর্হে মেসি সেই খবরকে 'মিথ্যা' বলে উড়িয়ে দেন। এরপর মেসি বার্সেলোনায় ফিরতে পারেন বলেও খবর আসে। এ ছাড়া তাঁর যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টার মায়ামি আর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে যাওয়ার গুঞ্জনও ওঠে। শেষ পর্যন্ত মেসি কোথায় যাবেন, সেটা এখনো জানা যায়নি। মেসি নিজে এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কিছুই বলেননি।

টাংকে নিয়ে বাজি, ১৪ বছর অপেক্ষার পর মিলল ৫০ হাজার পাউন্ড

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) লর্ডসে জেমস অ্যান্ডারসনের কাছ থেকে আজ ইংল্যান্ডের ৭১১ নম্বর টেস্ট ক্যাপটি পেয়েছেন জশ টাং। বাবা, মা, সঙ্গিনী, পুত্রসবাই সাক্ষী হয়েছেন বিশেষ মুহূর্তটির। টিম পাইপার গ্যালারিতে ছিলেন কি না, ঠিক নিশ্চিত নয়। না থাকলেও হয়তো টেলিভিশনে দেখে থাকবেন টাংয়ের টেস্ট অভিষেকের মুহূর্তটি। এ মুহূর্ত যে পাইপারের কাছে একই সঙ্গে আবেগের এবং অর্থপ্রাপ্তির আনন্দেরও! আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আজ টাংয়ের টেস্ট অভিষেক পাইপারকে এনে দিয়েছে ৫০ হাজার পাউন্ড, বাংলাদেশি টাকায় যা প্রায় ৬৬ লাখ ৬৯ হাজার! সেটির জন্য অবশ্য ১৪ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে তাঁকে। ১৪ বছর আগে ১১ বছর বয়সী টাংকে খেলতে দেখে বাজি ধরেছিলেন পাইপার। তাঁর বাজির বিষয় ছিল, একদিন টাং ইংল্যান্ডের হয়ে টেস্ট খেলবেন। ৫০০-১ দরে তিনি বাজি ধরেছিলেন ১০০ পাউন্ড। টাংয়ের বাবা ফিলের ক্লাবসতীর্থ ছিলেন পাইপার। তিনি নিজেও স্পিনার ছিলেন, টাংও তখন লেগ স্পিন করতেন। নিজের অভিজ্ঞতায় ভর করেই অমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন পাইপার। বিবিসি স্পোর্টকে তিনি বলেছেন, 'ছোট বাচ্চাটা লেগ স্পিন করত, গুগলি ও টপ স্পিন করতে পারত শেন ওয়ার্নের মতো!' টাং অবশ্য লেগ স্পিনচর্চা বাদ দিয়ে দেন উস্টারশায়ার একাডেমিতে এসে। তবে পাইপার ঠিকই নজর রাখেন তাঁর ওপর। আর করেন অপেক্ষা, 'আমি ওই রসিদ এত বছর ধরে আমার আলমারিতে রেখে দিয়েছি। ভেবেছি, ১০০ পাউন্ড খরচ করাটা ভুল হয়নি। যদি শেষ পর্যন্ত সে নাই পারে, তবু আমরা গর্বিত তাকে নিয়ে। টেস্ট দলে তার সুযোগ পাওয়াটা আসলে একটা বোনাস।' উস্টারশায়ার পেসারের এভাবে টেস্ট দলে সুযোগ পাওয়াটা একরকম আচমকাই। কাঁধের চোটে বছরখানেক আগেও খেলা ছেড়ে দেওয়ার চিন্তা করেছিলেন তিনি। তিন দফা অস্ত্রোপচারের পর অবশেষে আবার খেলায় ফিরতে পারেন, এরপর ডাক পান ইংল্যান্ড লায়নস দলে। টেস্ট দলে ডাক পেলেও অভিষেক হয়ে যাবে, সেটিও সেভাবে ভাবতে পারেননি কেউ। তবে অনুশীলনে তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন প্রধান কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম। জেমস অ্যান্ডারসন, ওলি রবিনসনের চোটের সঙ্গে তাঁর বাড়তি পেস জায়গা করে দিয়েছে দলে। টাং যেমন হাল ছাড়েননি, তেমনি তাঁকে নিয়ে এত দিন আশা ছাড়েননি পাইপারও, 'সে কত চোট পেল, আমি কিন্তু তাকে নিয়ে আশা ছাড়িনি। ভেবেছি হতেও তো পারে। তবে গত দুই সপ্তাহের ঘটনাপ্রবাহে যেভাবে সবকিছু বদলে গেল, সেগুলো আসলেই খ্যাপাটে।'

দিল্লিতে কুস্তিগিরদের বলপ্রয়োগ করে আটকের নিন্দা আন্তর্জাতিক অলিম্পিক্স কমিটির

নয়া দিল্লি ঃ ভারতের কুস্তিগিরদের ওপরে গত রবিবার দিল্লি পুলিশ যেভাবে বলপ্রয়োগ করে তাদের আটক করেছিল, তার নিন্দা করেছে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক্স কমিটি আইওসি। ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি ও বিজেপি সংসদ সদস্য ব্রিজভূষণ শরণ সিং এক কিশোরী সহ একাধিক নারী কুস্তিগিরকে যৌন হেনস্থা করেছেন, এই অভিযোগে মি. সিংকে গ্রেপ্তারের দাবিতে আন্তর্জাতিক পদকজয়ী কুস্তিগিররা একমাসেরও বেশি সময় ধরে আন্দোলন চালাচ্ছেন।

গত রবিবার তারা ভারতের নতুন পার্লামেন্ট ভবন উদ্বোধনের দিন দিল্লিতে মিছিল করতে গেলে পুলিশ বিখ্যাত কুস্তিগিরদের বলপ্রয়োগ করে আটক করে এবং তাদের ধর্না শিবির ভেঙ্গে দেয়।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কুস্তিগিরদের ওপরে পুলিশের ওই বলপ্রয়োগের ঘটনাকে নিন্দা জানিয়েছে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক্স কমিটি এবং বিশ্ব কুস্তির নিয়ামক সংগঠন ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড রেসলিং। কুস্তিগিরদের ওপর পুলিশের বলপ্রয়োগ ও তাদের ধর্না শিবির ভাঙার নিন্দা করে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক্স কমিটি, আইওসি, ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতির বিরুদ্ধে ওঠা যৌন হেনস্থার অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্তও দাবি করেছে।

ভারতের নতুন পার্লামেন্ট ভবন উদ্বোধনের দিন আন্দোলনরত কুস্তিগিররা মিছিল করতে গেলে প্রথমে পুলিশ তাদের আটকায়, তারপরে মাটিতে ফেলে, চ্যাংদোলা করে, ধাক্কা দিয়ে পুলিশের গাড়িতে তোলে।

যাদের আটক করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিলেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী কুস্তিগির সাক্ষী মালিক এবং বজরং পুণিয়া এবং দুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভিনেশ ফোগট।

ক্রীড়াবিদদের নিরাপত্তা এবং সুস্থতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দ্রুত তদন্ত'' শেষ করার আর্জিও জানিয়েছে আইওসি।

বিশ্ব কুস্তির নিয়ামক সংগঠন ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড রেসলিংয়ের সঙ্গে আইওসি এই বিষয়ে নিরন্তর যোগাযোগ রাখছে।

ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড রেসলিংও এক পৃথক বিবৃতিতে বলেছে, ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতির বিরুদ্ধে হেনস্থা ও নিপীড়নের যেসব অভিযোগ তুলে কুস্তিগিররা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, তার দিকে সংগঠন গভীর উদ্বেগের সঙ্গে নজর রাখছে।

এখনও পর্যন্ত তদন্তের কোনও ফলাফল না আসাতেও সংগঠন হতাশ, বলেছে ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড রেসলিং।

নির্বাচন সময় মতো না করা হলে তারা ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনকে সাসপেন্ড করে দিতে পারে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

সংবাদ সংস্থা এএনআই দিল্লি পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের উদ্ধৃত করে জানিয়েছে যে তাদের তদন্ত রিপোর্ট আর দিন ১৫র মধ্যে চূড়ান্ত হয়ে যাবে। সেটা চার্জশিট অথবা চূড়ান্ত রিপোর্ট - যে কোনও ভাবেই আদালতে জমা দেওয়া যেতে পারে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

শিশু কিশোরদের যৌন নিপীড়ন রোধ আইন 'পক্সো'র যে ধারায় এফআইআর হয়েছে, তাতে সাত বছরের কারাবাসের সাজা হতে পারে, তাই তদন্তকারী অফিসার কোনওভাবেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে পারেন না, যেমনটা দাবি করা হচ্ছে, এএনআইকে জানিয়েছেন দিল্লি পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক।

তিনি আরও বলছেন, সাক্ষীদের প্রভাবিত করা অথবা প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা করছেন তিনি (ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং), এটাও সত্য নয়।

এএনআই এই খবর দেওয়ার পরে দিল্লি পুলিশের তরফে টুইট করে বলা হয়েছে যে ওটি ভুল খবর, তদন্ত এখনও চলছে।

আবার কিছুক্ষণ পরে এই টুইটটি মুছেও দিয়েছে দিল্লি পুলিশ।

গঙ্গায় মেডেল ভাসানোর অভূতপূর্ব হুমকি

কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতিকে গ্রেপ্তারের দাবিতে ধর্নারত কুস্তিগিরদের গত রবিবার যেভাবে পুলিশ মাটিতে ফেলে মারধর করে আটক করেছিল, তার পরে মঙ্গলবার কুস্তিগিররা হঠাৎই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে অলিম্পিক্স, কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান গেমস সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তারা দেশের হয়ে যেসব মেডেল জিতে এনেছিলেন, সেগুলো গঙ্গা নদীতে ভাসিয়ে দেবেন।

এধরনের সিদ্ধান্ত ক্রীড়াজগতে অভূতপূর্ব।

সারা জীবনের প্রাপ্তি ওইসব মেডেল সহ কুস্তিগিররা হরিদ্বারে গঙ্গার ঘাটেও পৌঁছিয়ে গিয়েছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাদের বলতে শোনা গিয়েছিল যে অপমান, যে ব্যবহার তাদের পেতে হল পুলিশের কাছে, তারপরে দেশের হয়ে জিতে আনা ওইসব মেডেলের আর কোনও দাম নেই তাদের কাছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে গঙ্গার ঘাটে পৌঁছন কৃষক নেতা নরেশ টিকায়েত। তিনি জাঠ সমাজেরও নেতা, আবার আন্দোলনরত কুস্তিগিরদের একটা বড় অংশই হরিয়ানার জাঠ।

কুস্তিগিরদের বুঝিয়ে শুনিয়ে গঙ্গায় মেডেল বিসর্জন দেওয়া থেকে বিরত করেন মি. টিকায়েত।

তিনি বলেন, মেডেলগুলো তো দেশের সম্পদ, আবার আপনারাও দেশের সম্পদ। তাই এটা করবেন না আপনারা। এরপরে কী করা যায়, তা নিয়ে পাঁচ দিন সময় নেওয়া হোক।

কৃষক নেতার কথা মতো কুস্তিগিররা সরকারকে পাঁচ দিন সময় দিয়েছেন।

কুস্তিগিরদের মেডেল গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়ার সিদ্ধান্তটাকে অনেকেই দুর্ভাগ্যজনক বলছেন।

'দ্য হিন্দু' সংবাদপত্রের সহসম্পাদক রাকেশ রাও বলছেন কুস্তিগিরদের আন্দোলনের ইস্যুর সঙ্গে মেডেলের কোনও সম্পর্ক নেই।

তার কথায়, তাদের চিন্তাভাবনার প্রতি আমার করুণা হয়। কড়া পরিশ্রম করে দেশের জন্য মেডেল পেয়েছেন ওরা। কিন্তু সেগুলো বিসর্জন দিয়ে নিজের পরিশ্রম, যে দেশের জন্য তারা এত কিছু করলেন, সব কিছুকেই অপমান করলেন ওরা।

আবার ক্রীড়া সাংবাদিক নৌরিস প্রীতমের সহমর্মিতা রয়েছে কুস্তিগিরদের সঙ্গে। তিনি বলছেন সরকারেরও বোঝা উচিত যে এই খেলোয়াড়রা দেশের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর।

আপনি ভেবে দেখুন, ৪০ দিনেরও বেশি হয়ে গেছে, কুস্তিগিররা বাড়ির সব সুবিধা ছেড়ে তাঁবু খাটিয়ে থাকছিলেন। সেখানে মশা আছে, টয়লেটের সুবিধা নেই, তাদের ধৈর্যের বাঁধ তো ভাঙ্গবেই। তবে কুস্তিগিরদের গঙ্গায় মেডেল ভাসানোর সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নই। কিন্তু সরকারেরও তো বোঝা উচিত যে এই পরিস্থিতিটা তৈরি কেন হল!

আন্দোলন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে মহাপঞ্চায়েত

কুস্তিগিরদের আন্দোলন নিয়ে বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের মুজফ্ফরনগরে একটা মহাপঞ্চায়েত বা খাপ পঞ্চায়েতের ঘোষণা করেছেন মি. টিকায়েত।

বুধবার তিনি সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে ওই মহাপঞ্চায়েত। সেখানে উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব আর রাজস্থানের খাপ নেতারা যোগ দেবেন।

মহাপঞ্চায়েত বা খাপ পঞ্চায়েত জাঠ সমাজের একটা নিজস্ব ব্যবস্থা, যেখানে সমাজের মাথারা মিলিতভাবে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। আবার গ্রাম স্তরে খাপ পঞ্চায়েত থেকে বিবাহ বা অন্য কোনও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়েও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। খাপের সিদ্ধান্ত না মানলে হত্যা পর্যন্ত করার ইতিহাস আছে জাঠ সমাজে।

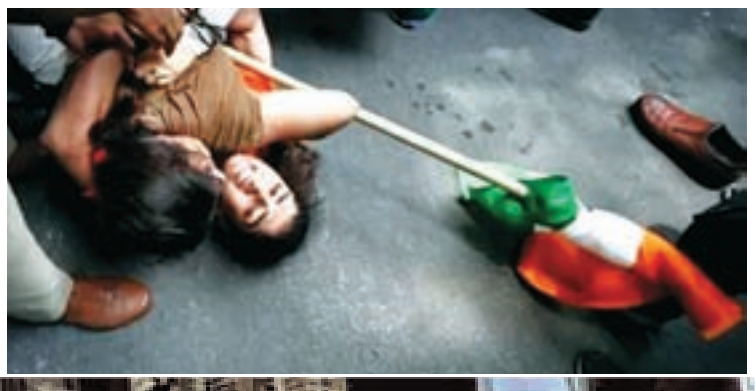

সংক্ষিপ্ত ››

মিয়ানমারে সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত সাংবাদিকের বিরুদ্ধে বিচারে অভিযোগ, জেলের মেয়াদ বাড়িয়ে ১৩ বছর করা হয়েছে

নেপিদো ঃ মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী শাসিত একটি আদালত দেশটির সন্ত্রাসবিরোধী আইন লঙ্ঘনের দায়ে ৩৪ বছর বয়সী এক সাংবাদিককে দোষী সাব্যস্ত করেছে। গত ডিসেম্বরে সামরিক বিরোধী বিক্ষোভের ভিডিও ধারণের দায়ে তাকে দেওয়া তিন বছরের কারাদণ্ডের সঙ্গে আরও ১০ বছরের কারাদণ্ড যোগ করা হয়েছে বলে তার আইনজীবী ও পরিবারের এক সদস্য জানিয়েছেন। অনলাইন মিয়ানমার প্রেসফটো এজেন্সির ভিডিও সাংবাদিক হুয়ে ইয়াদানার খেত মোহ মোহ তুনকে দোষী সাব্যস্ত করা দেশটির ক্ষমতাসীন সামরিক বাহিনীর সর্বসাম্প্রতিক পদক্ষেপ। তারা ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা দখলের পর থেকে স্বাধীন গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারসের মতে, মিয়ানমার বিশ্বের বৃহত্তম সাংবাদিক কারাগারগুলির মধ্যে একটি। তারা চীনের পরে দ্বিতীয়, এবং নজরদারি সংস্থা ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সের নীচের দিকে রয়েছে । এই বছর ১৮০ টি দেশের মধ্যে ১৭৩ তম স্থানে রয়েছে মিয়ানমার । প্যারিসভিত্তিক এই গোষ্ঠীটির এশিয়া-প্যাসিফিক ডেস্কের প্রধান ড্যানিয়েল বাস্টার্ড মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বলেন, 'হুমু ইয়াদানারের ওপর অতিরিক্ত ১০ বছরের কারাদণ্ড আরোপের মাধ্যমে জেনারেল মিন অং হ্লাইংয়ের নেতৃত্বাধীন সামরিক জান্তা আবারও মিয়ানমারের ওপর সাংবাদিকদের নিপীড়নের ভীতিকর মাত্রা প্রদর্শন করেছে। তিনি মিয়ানমারের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দূত টম অ্যান্ড্রুজকে মিয়ানমারের সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে কার্যকর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা আদায়ের জন্য অত্যন্ত প্রতীকী এই মামলাটি গ্রহণ করার আহ্বান জানান। সামরিক সরকার ক্ষমতা দখলের পর থেকে মিয়ানমারের সাংবাদিকরা চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন কারণ সামরিক সরকার অনেক প্রতিবেদনকে অপরাধ বলে গণ্য করেছে এবং ১৫০ জনের ও বেশি সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করেছে। আর এর ফলে অন্যান্য আরও অনেক সাংবাদিক হয় আত্মগোপন করেছেন নয়ত দেশত্যাগ করছেন। কমপক্ষে ১৩টি গণমাধ্যমের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে এবং প্রায় ১৫৬ জন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ৫০ জনকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতদের মধ্যে ৩১ জনকে ইতোমধ্যে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেয়া হয়েছে। আটক অবস্থায় কমপক্ষে চারজন সাংবাদিক নিহত ও অন্যদের নির্যাতন করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের প্রতিশোধের ভয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হুমু ইয়াদানারের আইনজীবী দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেন, আসামিপক্ষ প্রমাণ করেছে যে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধকারী গোষ্ঠীর সাথে আর্থিক সম্পর্ক থাকার অভিযোগ সত্য নয়। তবে বিচারক বলেছেন, প্রমাণটি অসম্পূর্ণ ছিল। আইনজীবিটি জানান, হুমু ইয়াদানার আপিল না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পাকিস্তানকে সামরিক আদালতে বেসামরিক লোকদের বিচার করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান

ইসলামাবাদ (ওয়েবডেস্ক)ঃ বৈশ্বিক এবং পাকিস্তানে স্থানীয় মানবাধিকারের পক্ষ অবলম্বনকারীরা বুধবার সরকারকে বলেছেন, অগ্নিসংযোগের দায়ে সামরিক আদালতে যে রাজনৈতিক সক্রিবাদীদের বিচার করার কথা তাদের যেন বেসামরিক বিচার ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসা হয়।

সম্প্রতি পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বেশকিছু সমর্থককে সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিচারের জন্য সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করেছে। তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে ইমরান খানের নাটকীয়,স্বল্পস্থায়ী গ্রেপ্তারের কারণে কয়েকদিনের বিক্ষোভ চলাকালে সরকারি এবং প্রতিরক্ষা স্থাপনাগুলোতে হামলার অভিযোগ রয়েছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এক বিবৃতিতে বলেছে, বেসামরিক নাগরিকদের সামরিক বিচার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অধীনে পাকিস্তানের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করবে।

বুধবার পাকিস্তানের স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন বলেছে, তারা সামরিক আইনে বেসামরিক লোকজনের বিচার করার সরকারের সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে। কমিশনের প্রধান হিনা জিলানি বলেছেন, সামরিক আদালতে বিচারের

জন্য মামলা বাছাই করার স্বেচ্ছাচারী পদ্ধতি সন্দেহভাজনদের ন্যায্য বিচারের সাংবিধানিক অধিকারকে অস্বীকার করে। মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রানা সানাউল্লাহ হুমকি দিয়েছেন যে, এমনকি ইমরান খান সামরিক আদালতের বিচারের মুখোমুখি হতে পারেন। তিনি ৭০ বছর বয়সী বিরোধী এই নেতাকে প্রতিরক্ষা স্থাপনার বিরুদ্ধে সহিংসতার স্থপতি বলে অভিযুক্ত করেন।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং তার দল সহিংসতার নিন্দা জানিয়েছে। তারা অভিযোগ করেছে, সরকারি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো পিটিআইএর ওপর চলমান হামলাকে ন্যায্যতা দেয়ার জন্য নাশকতাকারীদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। প্রায় চার বছর ইমরান খানের জোট সরকার ক্ষমতায় থাকার পরে সংসদে অনাস্থা ভোটে ২০২২ সালের এপ্রিলে ইমরান খানকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। তিনি সামরিক বাহিনীকে শরীফ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যোগসাজশে সংসদে ভোট গ্রহণের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেন।

ওয়াশিংটন ও শরীফ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।

আঙ্কারা এফসিক্সটিন পেতে পারে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রতুরস্ক সম্পর্কে এখনও টানাপোড়েন চলছে

আঙ্কারা (ওয়েবডেস্ক)ঃ নেটোতে যোগ দিতে সুইডেনের প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট রিজেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি লেনদেনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত দিয়েছেন। পুনর্নির্বাচিত তুর্কি এই নেতা ট্রান্সআটলান্টিক সামরিক জোটের সবচেয়ে ফলপ্রসূ কিন্তু জটিল সদস্যদের মধ্যে একজন।

বাইডেন সোমবার এরদোয়ানের সঙ্গে কথা বলে তৃতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় তাকে অভিনন্দন জানান। তিনি জানান, সুইডেনের নেটোর অন্তর্ভুক্তি এবং যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি এফসিক্সটিন যুদ্ধবিমানের বহর সম্প্রসারণের জন্য তুরস্কের অনুরোধের বিষয়ে দু'জন আলোচনা করেছেন।

এবারই প্রথম বাইডেন এই দুই ইস্যুকে একত্রিত করলেন। হোয়াইট হাউজ বা তুর্কি সরকার কেউই তাদের ফোন রিডআউটে সম্ভাব্য এফসিক্সটিন বিক্রির কথা উল্লেখ করেনি।

যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের কর্মকর্তারা ট্রান্সআটলান্টিক সামরিক জোটের

সম্প্রসারণ এবং অস্ত্র বিক্রির সমঝোতার প্রস্তাব বারবার প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জিন পিয়েরে মঙ্গলবার এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, এটা কোনো শর্ত নয়। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের মত দীর্ঘদিন ধরেই স্পষ্ট, তিনি এফসিক্সটিন বিক্রির পক্ষে। মঙ্গলবার সুইডেনের লুলিয়ায় সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী উলফ ক্রিস্টারসনের সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেন, যত দ্রুত সম্ভব এগোনো উচিত।

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের জবাবে ফিনল্যান্ড এবং সুইডেন ২০২২ সালের মে মাসে নেটোর সদস্যপদের জন্য আবেদন করেছিল। গত এপ্রিলে ফিনল্যান্ডের আবেদনপত্র চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হলেও তুরস্ক ও হাঙ্গেরির আপত্তির কারণে নেটোর সব সদস্য দেশের অনুমোদন পাওয়া যায়নি।

আঙ্কারা দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি লকহিড মার্টিনের তৈরি ৪০টি এফসিক্সটিন যুদ্ধবিমান এবং বিদ্যমান যুদ্ধবিমানের জন্য প্রায় ৮০টি আধুনিকীকরণ কিট কেনার চেষ্টা করে আসছে। ২০১৯ সালে ট্রাম্প প্রশাসন রাশিয়ার তৈরি এসফোর হান্ড্রেড বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেনার সিদ্ধান্তের কারণে আঙ্কারাকে পঞ্চম প্রজন্মের এফথার্টি ফাইভ যুদ্ধবিমান কর্মসূচি থেকে বহিষ্কার করার পর, তুরস্কের যুদ্ধবিমানের বড় অংশ হবে এই এফসিক্সটিন যুদ্ধবিমান।

টুকরো খবর

নির্বাচনের আগে বিএনপি নেতাদের দোষী সাব্যস্ত করতে সরকার ভয়ংকর মাস্টার প্ল্যান নিয়েছে :মির্জা ফখরুল

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেছেন, সরকার বিরোধী দলগুলোর নেতাদের নির্বাচনের মাঠ থেকে সরাতে ভয়ংকর মাস্টারপ্ল্যান নিয়েছে। মির্জা ফখরুল বলেন, যখন মৃত্যু ঘনিয়ে আসে এবং বেঁচে থাকার কোনো আশা থাকে না, তখন অনেকেই বেঁচে থাকার জন্য কিছু একটা ধরে রাখার চেষ্টা করে। তাই, বিরোধী দলের নেতাদের বিরুদ্ধে সাজা তাদের (সরকার) পরিকল্পনার অংশ যে, বাংলাদেশের রাজনীতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া, রাজনীতিকে বিলুপ্ত করা। দেশ ও রাজনীতিবিদদের রাজনীতির মাঠ থেকে সরিয়ে দিয়ে একাই নির্বাচনের প্রতিবন্ধকতা পার করা। বুধবার (৩১ মে) এক সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল বলেন, তারা শুনেছেন যে, সরকার আগামী সাধারণ নির্বাচনের আগে বিরোধী দলের নেতাদের কারাগারে পাঠানোর জন্য প্রায় ১ হাজার ৩৫০টি মামলা নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেন, প্রতিটি মামলার অভিযুক্ত বিএনপিসহ বিরোধী দলের শীর্ষ নেতারা। তারা (সরকার) এখন এই ভয়ানক পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমেছে। মির্জা ফখরুল বলেন, সরকার ভাবছে বিরোধী দলের সিনিয়র নেতাদের গ্রেপ্তার ও সাজা হলে তারা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। তিনি বলেন, ক্ষমতাসীন দলের নেতারা সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের কথা বলেন। যেহেতু তারা তাদের ইচ্ছানুযায়ী জাতীয় সনদ (সংবিধান) সংশোধন করে একতরফা খেলা এবং একা গোল করার সুযোগ তৈরি করেছেন। তারা কোনো প্রতিপক্ষ ছাড়াই (নির্বাচনের নামে) খেলার মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকবে। তারা সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। বুধবার বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তাঁর স্ত্রী জুবাইদা রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের করা দুর্নীতি মামলার শুনানি এবং দলের নেতা ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, আমানউল্লাহ আমান ও তাঁর স্ত্রী সাবেরা আমানের পৃথক দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের রায়ের প্রতিবাদে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আযোজন করে বিএনপি। মির্জা ফখরুল বলেন, ২০০৭ সালে তারেক ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়ের করা 'মিথ্যা' মামলায় অভিযুক্তদের আত্মরক্ষার অধিকার প্রযোগের সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ করেই শুনানি শুরু হয়। তিনি অভিযোগ করেন, এখন খুব দ্রুত প্রতি দিন সাক্ষী হাজির করা হচ্ছে এবং রাত পর্যন্ত তাদের সাক্ষ্য নেওয়া হচ্ছে। আমরা মনে করি এর মাধ্যমে দেশের বিচার

বিভাগের কফিনে পেরেক ঠেকানো হয়েছে। মির্জা ফখরুল বলেন, বিষয়টি নিয়ে ঢাকার বিশেষ আদালতে বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা কথা বলার চেষ্টা করলে সেখানে তাদের কথা বলতে দেওয়া হয়নি। পুলিশ বেআইনিভাবে আদালতে ঢুকে তাদের ওপর নির্যাতন চালায়। তাহলে আমরা কীভাবে বলব, এ দেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সুযোগ আছে? আমরা কীভাবে বলব যে, বিরোধীদের রাজনীতি করার অধিকার আছে, জনগণের ভোটের অধিকার আছে, সাংবাদিকদের লেখার অধিকার আছে এই দেশে? তিনি প্রশ্ন করেন। মির্জা ফখরুল সরকারকে সতর্ক করে বলেন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য তাদের দলের চলমান আন্দোলনকে কোনো কিছুই দমন করতে পারবে না। তিনি বলেন, বিরোধী দলের নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা করে কারাগারে রেখে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না। জনগণ জেগে উঠেছে এই শাসককে পরাজিত করার জন্য। তিনি আরও বলেন, দেশে আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা সম্ভব নয়। আমরা সরকারকে বলতে চাই যে, এখনো সময় আছে। সুতরাং, অশুভ খেলা পরিহার করে এবং জনগণকে প্রতারণা ও নির্যাতনের পথ থেকে সরে সরল পথে আসুন...দেশে একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন। বিএনপি নেতা ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ও আমানউল্লাহ আমানের বিরুদ্ধে রায়ের প্রতিবাদ জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, বিরোধী দলের নেতাদের দোষী সাব্যস্ত করে নির্বাচন থেকে দূরে রাখাই সরকারের মূল লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, একই ধরনের মামলায় ক্ষমতাসীন দলের নেতা প্রয়াত মোহাম্মদ নাসিম, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া ও মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে আদালত বেকসুর খালাস দিয়েছেন। দুই বিএনপি নেতার কারাদণ্ড বহাল রেখে হাইকোর্টের রায়ের বিষয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বক্তব্যের সমালোচনা করে এটিকে আদালত অবমাননার শামিল বলে মন্তব্য করেছেন সেতুমন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, দায়িত্বহীন বক্তব্য দেশের মানুষকে হতাশ করেছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে 'নির্দেশিত রায়' বলে অভিহিত করে তাঁর বক্তব্য আদালত অবমাননার সমতুল্য। বুধবার এক বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, এই শাস্তি বিএনপির দুই নেতার ক্রমাগত দুষ্ট রাজনীতির ফল। বাংলাদেশ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কারণ তারা (বিএনপিজামায়াত নেতারা) হাওয়া ভবন খুলে দুর্নীতি ও লুণ্ঠনে জড়িত ছিল। বিএনপির দুই নেতার বিরুদ্ধে রায়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের কোনো যোগসূত্র নেই দাবি করে ওবায়দুল কাদের বলেন, ২০০৭ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করে এবং নিম্ন আদালত রায় দেয়। তিনি আরও বলেন, অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এর আগে মঙ্গলবার (৩০ মে) পৃথক দুর্নীতির মামলায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ও দলটির ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক আমানউল্লাহ আমান ও তাঁর স্ত্রী সাবেরা আমানের কারাদণ্ড বহাল রাখেন হাইকোর্ট। আদালত ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর ৯ বছরের কারাদণ্ড, আমানউল্লাহ আমানের ১৩ বছরের কারাদণ্ড ও তাঁর স্ত্রীর ৩ বছরের কারাদণ্ড বহাল রেখেছেন।২০০৭ সালের ২১ জুন বিশেষ জজ আদালত আমানকে তাঁর জ্ঞাত আয়ের উৎসের বাইরে অবৈধ সম্পদ অর্জনের জন্য ১৩ বছরের কারাদণ্ড এবং তাঁর স্ত্রীকে ৩ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শুক্রবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
02:06:2023

বাজেট ৭৮৬ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৭ লাখ কোটি টাকা হয়েছে

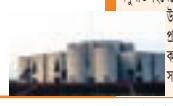

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরে দেশের কোন খাতে কোথায় কত ব্যয় হবে সরকারের এই আর্থিক পরিকল্পনার চিত্র প্রতিফলিত হয় বাজেটের মাধ্যমে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাজেট থেকে শুরু করে গত বছর পর্যন্ত যেসব বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে দেখা যায় সময়ের সাথে প্রত্যেকটা বাজেটের আকার বেড়েছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, বাজেটে টাকার পরিমাণ বাড়লেও অর্থনীতির অনুপাত হিসেবে বাজেট বাড়েনি। তাদের মতে, সময়ের পরিবর্তনে বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 'গুণগত' যে পরিবর্তন হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। গত পাঁচ দশকের বাজেট প্রণয়নের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এক ধরনের পরিবর্তন এসেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যেখানে রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের ওপর নির্ভর করে শিল্পায়নের কথা চিন্তা করা হতো, সরকার বদলের সাথে সাথে সেখানে রাষ্ট্রের জায়গায় ব্যক্তিখাতের ভূমিকাকে বড় করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকার বদলের সাথে সাথে কীভাবে বাজেটে নানা ধরনের পরিবর্তন আসলো?

যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি বর্মী সৈন্যদের, সামরিক বাহিনী থেকে পলায়ন

নেপিদো (এজেন্সী) ঃ মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী ছেড়ে লোকজন চলে যাচ্ছে এবং এই বাহিনীর জন্য নতুন সৈন্য নিয়োগ দেওয়াও কঠিন হয়ে পড়েছে। সেনাবাহিনী ত্যাগ করে চলে আসা সৈন্যরা বিবিসিকে বলছেন দু'বছর আগে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে নেওয়া সামরিক জান্তা বর্তমানে গণতন্ত্রপন্থী সশস্ত্র আন্দোলন দমন করতে হিমশিম খাচ্ছে।

কেউ সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে চায় না। তাদের নিষ্ঠুরতা এবং অন্যায় কর্মকাণ্ডকে লোকেরা ঘৃণা করে, বলেন নে অং। প্রথমবার তিনি যখন তার ঘাঁটি থেকে পালানোর চেষ্টা করেন, সেসময় তাকে রাইফেলের বাট দিয়ে মারাত্মকভাবে পেটানো হয়। তাকে বলা হয় বিশ্বাসঘাতক।

দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং বিরোধী গ্রুপগুলোর সহযোগিতায় সীমান্ত পার হয়ে চলে যান থাইল্যান্ডে।

প্রতিরোধ বাহিনীতে আমার একজন বন্ধু আছে। আমি তাকে ফোন করলাম এবং সে থাইল্যান্ডের লোকজনকে আমার কথা বলল। তাদের সাহায্য নিয়ে আমি এখানে এসে পৌঁছাই, বলেন তিনি।

এখন সে আরো ১০০ জন সৈন্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে গোপন একটি বাড়িতে থাকে যারা সম্প্রতি মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী ছেড়ে পালিয়ে এসেছে।

এই সৈন্যরা, যারা তাদের নিজেদের দেশের লোকজনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তারা আত্মগোপন করে আছে। একারণে তাদের আসল নাম প্রকাশ করা হচ্ছে না।

মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যারা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে তারাই তাদেরকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিচ্ছে।

নির্বাসিত জাতীয় ঐক্যের সরকারের দেওয়া তথ্য অনুসারে সামরিক বাহিনী ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে নেওয়ার পর থেকে ১৩ হাজার সৈন্য ও পুলিশ তাদের বাহিনী ছেড়ে পালিয়ে গেছে। আরো সৈন্য ও পুলিশ কর্মকর্তা যাতে পক্ষ বদল করে সেজন্য নির্বাসিত সরকার নগদ অর্থ এবং আরো কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। থাইল্যান্ডের নিরাপদ আশ্রয়ে যারা অবস্থান করছে তাদের একজন ১৯ বছর বয়সী মং সেইন। সেখানে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন।

আমি সামরিক বাহিনীর ভক্ত ছিলাম, বলেন মং সেইন। তিনি ভেবেছিলেন এই বাহিনীতে যোগ দিলে তার পরিবার গর্বিত হবে। তবে গণতন্ত্রকামী আন্দোলন দমনে সেনাবাহিনী যেভাবে সহিংস হয়ে উঠল, তাতে সৈন্যদের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি নাটকীয়ভাবে বদলে গেল। অনলাইনে দেখলাম লোকজন আমাদের 'সামরিক কুকুর' বলছে, বলেন তিনি। মিয়ানমারে কাউকে এই প্রাণীর নাম ধরে ডাকা অপমানজনক। এতে আমার খুব খারাপ লাগল।

মং সেইন বলেন, উপরের মহল থেকে বেসামরিক লোকজনকে হত্যা ও গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়ার যে নির্দেশ দেওয়া হতো তার মতো একজন সৈন্যের সেসব অমান্য করার কোনো উপায় ছিল না।

তিনি মনে করেন সামরিক বাহিনীর অবস্থান এখন দুর্বল এবং তিনি যে সেখান থেকে চলে এসেছেন এটাও তার একটা কারণ।

মিয়ানমারের সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন বেসামরিক মিলিশিয়া গ্রুপের নেটওয়ার্ক পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেস বা পিডিএফের পাশাপাশি আরো যেসব জাতিগত সশস্ত্র গ্রুপ সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে লড়াই করছে, সেগুলোও এখন অনেক বেশি শক্তিশালী বাহিনী হয়ে ওঠেছে এবং মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী দেশের অনেক জায়গাতেই তাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে।

একসময় যে মাগওয়ে এবং সাগাইং এলাকা থেকে প্রচুর লোকজনকে সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ করা হতো, সেখানকার তরুণরা এখন সামরিক বাহিনীর পরিবর্তে বেসামরিক মিলিশিয়া বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে।

সামরিক বাহিনী থেকে মং সেইনের পালিয়ে আসার আগে তার ইউনিটকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল পিডিএফের একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য।

পিডিএফের প্রতি লোকজনের ব্যাপক সমর্থন রয়েছে এবং গ্রামবাসীরা সামরিক বাহিনীর চলাচলের ব্যাপারে তাদেরকে গোপনে তথ্য সরবরাহ করে। এছাড়াও গ্রামবাসীরা তরুণ মিলিশিয়া যোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে থাকে।

ক্যাপ্টেন জে থু অং ১৮ বছর বিমান বাহিনীতে চাকরি করেছেন। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সামরিক অভ্যুত্থানের এক বছর পরেই তিনি এই বাহিনী থেকে পালিয়ে যান।

সারা দেশেই তাদের ওপর আক্রমণ চলছে, বলেন তিনি। মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর বর্তমান অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন, তাদের হয়ে যুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট সৈন্যও তাদের নেই।

তিনি বলেন একারণেই মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী এখন বিমান বাহিনীকে খুব বেশি ব্যবহার করছে।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে সামরিক বাহিনী সারা দেশে বড় ধরনের বিমান হামলা চালিয়েছে। জানা গেছে এবছরের জানুয়ারি মাসের পর থেকে দুশোর বেশি বিমান হামলা চালানো হয়েছে। সবচেয়ে বড় হামলাটি চালানো হয়েছে এপ্রিল মাসে সাগাইং অঞ্চলের পা জি গি গ্রামে যাতে ১৭০ জনের বেশি নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে রয়েছে বহু নারী ও শিশু।

বিমান বাহিনী না থাকলে সামরিক বাহিনীর পতনের সম্ভাবনা বেশি, বলেন ক্যাপ্টেন অং।

তিনি যখন বিমান বাহিনীতে যোগদান করেন তখন সামরিক বাহিনী থেকে পালিয়ে আসা অন্যান্যদের মতো তার পরিবারও তাকে নিয়ে গর্বিত ছিল। তিনি বলেন, সেসময় মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর অংশ হতে পারা গর্বের বিষয় ছিল। তবে এই বাহিনীর অভ্যুত্থান আমাদেরকে রসাতলে নিয়ে গেছে।

বিমান বাহিনীতে আমি যাদের সঙ্গে কাজ করেছি তাদের বেশিরভাগই খারাপ লোক ছিল না। কিন্তু অভ্যুত্থানের পর থেকে তারা পিশাচের মতো কাজ করছে।

তবে তার ইউনিটে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পালিয়ে এসেছেন। তার বেশিরভাগ বন্ধুই আমাদের নিজেদের লোকজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, বলেন তিনি।

মিয়ানমারে সামরিক বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও এই বাহিনীর প্রকৃত সৈন্য সংখ্যা কতো তা অজানা। বেশিরভাগ পর্যবেক্ষকের ধারণা অভ্যুত্থানের সময় তাদের সংখ্যা ছিল তিন লাখের মতো, কিন্তু এই সংখ্যা এখন অনেক কমে গেছে।

সামরিক বাহিনীকে প্রতিরোধের জন্য যেসব গ্রুপ কাজ করছে অর্থ সংগ্রহের জন্য লোকজনের কাছ থেকে চাঁদা তোলার পাশাপাশি ভিডিও গেমের মতো নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। তবে বেশিরভাগ অর্থই আসে প্রবাসীদের কাছ থেকে।

এসব উপায়ে তারা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেও তাদের কাছে সামরিক মানের অস্ত্র ও যুদ্ধবিমান নেই।

মিয়ানমারের সামরিক সরকারের কোনো সৈন্য অথবা নাবিক সামরিক বিমান অথবা নৌযান নিয়ে সরকারের পক্ষ ত্যাগ করলে নির্বাসিত জাতীয় ঐক্যের সরকারের পক্ষ থেকে তাকে পাঁচ লাখ ডলার পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কেউ সেরকম কিছু করেনি।

ক্যাপ্টেন অং বলছেন বছরের পর বছর ধরে মগজধোলাই করার পরে কারো পক্ষে সামরিক বাহিনী ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া খুব একটা সহজ কাজ নয়। একইসাথে তাকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে দেখারও ঝুঁকি রয়ে গেছে।

মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীতে একটা কথা চালু আছে মারা যাওয়ার পরেই তুমি এই বাহিনী থেকে চলে যাবে, বলেন তিনি। সামরিক বাহিনী থেকে পালিয়ে যাওয়ার আগে ক্যাপ্টেন অং রাজধানী নেপিডোর বিমানবন্দরের উন্নয়ন কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। রাশিয়া থেকে অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান সুখয় সু৩০ এসে পৌঁছানোর আগে এই বিমানবন্দর প্রস্তুত করা হচ্ছিল।

ক্যাপ্টেন অং বিমানবন্দরের কিছু স্যাটেলাইট ছবি দেখান। আমাদেরকে দেখান তিনি কোথায় থাকতেন এবং সুখয় সু৩০ যুদ্ধবিমান রাখার জন্য কোথায় তিনি তিনটি ঘর তৈরি করতে সাহায্য করেছিলেন।

মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে এসব যুদ্ধবিমান সর্বাধুনিক, বলেন মিয়ানমার উইটনেসের লিওন হাদাভি, যিনি সামরিক বাহিনীর ব্যবহৃত বিমানের ওপর নজর রাখেন।

তিনি বলেন সুখয় সু৩০ একটি অত্যাধুনিক ও বহুমুখী যুদ্ধবিমান। রাশিয়া থেকে যেসব যুদ্ধবিমান আমদানি করা হয়েছে সেগুলোর আকাশ থেকে আকাশে এবং আকাশ থেকে ভূমিতে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের ক্ষমতা রয়েছে।

রাশিয়ার তৈরি ইয়াক১৩০ যুদ্ধবিমান যা সাম্প্রতিক বিমান হামলার সময় নিয়মিত ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোর চেয়েও সুখয় সু৩০ যুদ্ধবিমানের অস্ত্র বহনের ক্ষমতা বেশি।

ক্যাপ্টেন অং জানান মিয়ানমার ও রাশিয়ার মধ্যে যে সমঝোতা হয়েছে সে অনুসারে রাশিয়ার দুজন টেস্ট পাইলট এবং মেরামতকারী ১০ জন ক্রুর একটি দল এসব যুদ্ধবিমানের গ্যারান্টি সময়কাল পর্যন্ত এক বছর মিয়ানমারে অবস্থান করবে। তাদের থাকার জন্য বাড়িঘর নির্মাণের কাজেও তিনি জড়িত ছিলেন।

মিয়ানমারের বিমান বাহিনী থেকে কয়েকজনকে রাশিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। এসব যুদ্ধবিমান চালাতে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য মোট ৫০ জনেরও বেশি লোককে রাশিয়াতে পাঠানো হয়েছিল, বলেন তিনি।

ছয়টি যুদ্ধবিমানের দুটি মিয়ানমারে এসে পৌঁছেছে এবং সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজের সময় এগুলো প্রদর্শিত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোনো সংঘর্ষে এসব যুদ্ধবিমান ব্যবহার করতে দেখা যায়নি।

আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর নিন্দার কারণে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী ক্রমশই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। গত মার্চ মাসে যুক্তরাজ্য সবশেষ যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তাতে সামরিক বাহিনীর জ্বালানি সংগ্রহে বাধা দেওয়া হয়েছে।

তবে রাশিয়া মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যাদের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে তারাই এখন হয়ে ওঠেছে দেশটির সামরিক জান্তার সবচেয়ে বড় বিদেশি সমর্থক।

গত বছর ২০২২ সালে ভ্লাদিভস্তকে ইস্টার্ন ইকোনমিক ফোরামের সম্মেলন চলাকালে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মিয়ানমারের সামরিক নেতা মিন অং হ্লাইংএর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। জাতি সংঘের মিয়ানমার বিষয়ক বিশেষ দূত টম এন্ড্রুজ বলছেন রাশিয়া যাদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করে তাদের মধ্যে মিয়ানমার অন্যতম। মে মাসে তার প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে রাশিয়া মিয়ানমারের কাছে ৪০ কোটি ডলার অর্থমূল্যের অস্ত্র সরবরাহ করেছে।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসহ ২৮টি রুশ কোম্পানি থেকে এসব অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধে ভূমিকার কারণে অস্ত্র সরবরাহকারী এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৬টির ওপর কিছু কিছু দেশ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এবং এসব অস্ত্র মিয়ানমারে সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনে ব্যবহার করা হচ্ছে।

অন্যদিকে সামরিক সরকার প্রতিরোধ বাহিনী ড্রোনের সাহায্যে আকাশে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

নারী ড্রোন পাইলটদের এরকম একটি টিমের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ২৫ বছর বয়সী খিন সেইন। এই গ্রুপটি ড্রোনের সাহায্যে মিয়ানমারের সামরিক টার্গেটের ওপর ঘরে তৈরি বোমা ফেলার চেষ্টা করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন তিনি। সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়ার আগে তিনি অভ্যুত্থান বিরোধী গণআন্দোলনেও অংশ নিয়েছেন।

আমাদের কাছে সামরিক বাহিনীর মতো অস্ত্রশস্ত্র নেই। কিন্তু আমরা শুধু এসবের ওপরেই নির্ভর করি না, জঙ্গলে অবস্থিত একটি ক্যাম্প থেকে তিনি বলেন।

একটি বিমানের সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের ড্রোন ছোট্ট একটি তিলের মতো। কিন্তু আপনার কাছে যদি অনেক তিল থাকে তাহলে এসব দিয়ে অনেক কিছুই করতে পারেন, বলেন তিনি।

আমরা যদি অনেক উপর দিয়ে উড়ি, ধরা যাক ৩০০ মিটার উপরে, তারা বুঝতেও পারে না আমরা কী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। ফলে আমরা কার্যকর আক্রমণ চালাতে পারি এবং তারা ড্রোনের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত।

গোপন আস্তানা থেকে লড়াই

থাইল্যান্ডের সীমান্তের কাছে গোপন আস্তানা থেকে ক্যাপ্টেন অং এখন তার মতো আরো যারা গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছেন তাদের সঙ্গে বিমান বাহিনী সংক্রান্ত গোপন তথ্য শেয়ার করছেন।

রাতের বেলায় শব্দ শুনে আমরা কি একটি যুদ্ধবিমান আর বেসামরিক বিমানের মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারবো? আমরা যতোটা পারি আমাদের জ্ঞান কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি, বলেন তিনি।

তিনি বলছেন এই যুদ্ধটা জটিল। ব্যক্তিগত পর্যায়ে, আমার ভাই, বন্ধু এবং শিক্ষক যাদের সঙ্গে আমি থেকেছি, তাদের প্রতি আমার কোনো ঘৃণা নেই।

তবে এখন অনেক বড় কারণে যুদ্ধ চলছে। কোনো ব্যক্তি নয়, আমরা একটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি।

এই যুদ্ধ করতে পেরে তিনি খুশি। কারণ, তিনি বলছেন, আমি আমার দেশের জন্য কাজ করছি। এই বিপ্লব শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি যেভাবে যতোটুকু পারি, তাতে সহযোগিতা করে যাবো।

যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, চীনের ফাইটার জেট যুক্তরাষ্ট্রের নজরদারি বিমানের খুব কাছ দিয়ে আক্রমণাত্মকভাবে উড়ে গেছে

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী বলেছে, গত সপ্তাহে দক্ষিণ চীন সাগরে একটি টহল মিশনের সময় একটি চীনা ফাইটার জেট তাদের একটি রিকনেসান্স বিমানের কাছ দিয়ে উড়ে যায়। ইউএস ইন্দোপ্রশান্ত মহাসাগরীয় কমান্ডের একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, চীনের জে১৬ যুদ্ধবিমান আরসি১৩৫ বিমানের একদম সামনে সরাসরি উড়ছিল এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে আক্রমণাত্মক কৌশলে পাইলটকে ঝাঁকুনির মধ্য দিয়ে উড়তে বাধ্য করেছিল। গত সপ্তাহের ঘটনাটি ডিসেম্বরে অনুরূপ ঘটনার ছয় মাস পরে ঘটলো। ডিসেম্বরে আরেকটি আরসি১৩৫ বিমানের ক্রুরা চীনা ফাইটার জেটের সাথে সংঘর্ষ এড়াতে কৌশল অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল। দক্ষিণ চীন সাগর জুড়ে চীনের আক্রমণাত্মক সম্প্রসারণ এবং স্বশাসিত তাইওয়ানের ওপর তার ক্রমবর্ধমান সামরিক ও কূটনৈতিক চাপসহ বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে বেইজিং এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার সময় এই ঘটনাগুলো ঘটে। তাইওয়ানকে চীন নিজেদের বিচ্ছিন্ন প্রদেশ হিসেবে বিবেচনা করে। আকাশ পুনরুদ্ধার মিশনের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র নেভিগেশনের স্বাধীনতা ধারণার অধীনে দক্ষিণ চীন সাগর এবং তাইওয়ান প্রণালী দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ যুদ্ধজাহাজও চালনা করছে। পেন্টাগন বলেছে, চীন এই সপ্তাহে সিঙ্গাপুরে শাংরিলা ডায়ালগ আঞ্চলিক নিরাপত্তা শীর্ষ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিনের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল লি শ্যাংফুর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে।

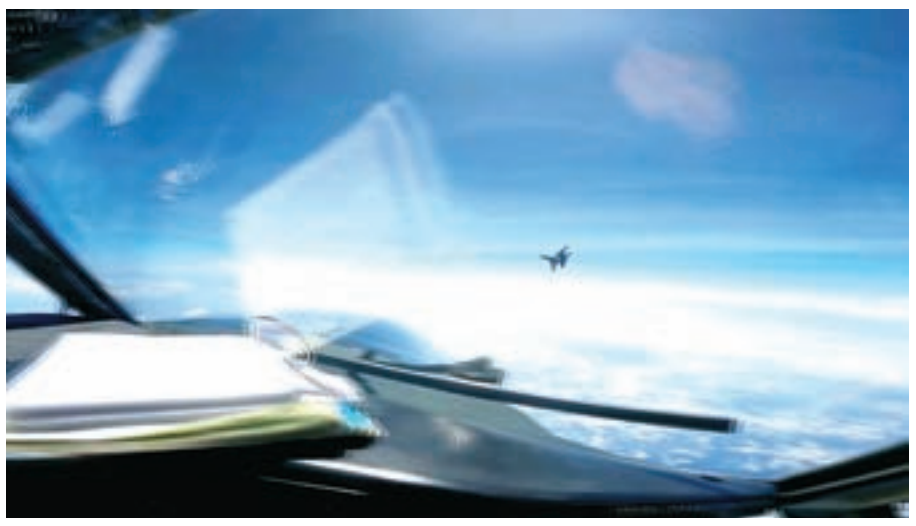

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের দর রেমিট্যান্সের জন্য ১০৮ টাকা ৫০ পয়সা ও রপ্তানির জন্য ১০৭ টাকা নির্ধারণ

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ রেমিট্যান্সের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের বিনিময় হার ১০৮ টাকা ৫০ পয়সা এবং রপ্তানির জন্য ১০৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে সরকার ঘোষিত আড়াই শতাংশ প্রণোদনাসহ প্রবাসীরা প্রতি ডলার পাবেন ১১১ টাকা। বৃহস্পতিবার (১ জুন, ২০২৩) থেকে এই হার কার্যকর হবে। প্রেরকদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের আগের হার ছিল ১০৮ টাকা (আড়াই শতাংশ প্রণোদনা ব্যতীত) এবং রপ্তানিকারকদের জন্য ১০৬ টাকা। বুধবার (৩১ মে) অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) এবং বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বাফেডা) যৌথ সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে বাফেডার চেয়ারম্যান এবং সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও সিইও আফজাল করিম, এবিবির চেয়ারম্যান এবং ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সেলিম আরএফ হোসেন ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচালকেরা উপস্থিত ছিলেন।